CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-143 ■ 22 February, 2026 ■ আগরতলা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

মার্কিন আদালতের রায়ে

ভারত সহ একাধিক দেশের ওপর অস্থায়ী ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ

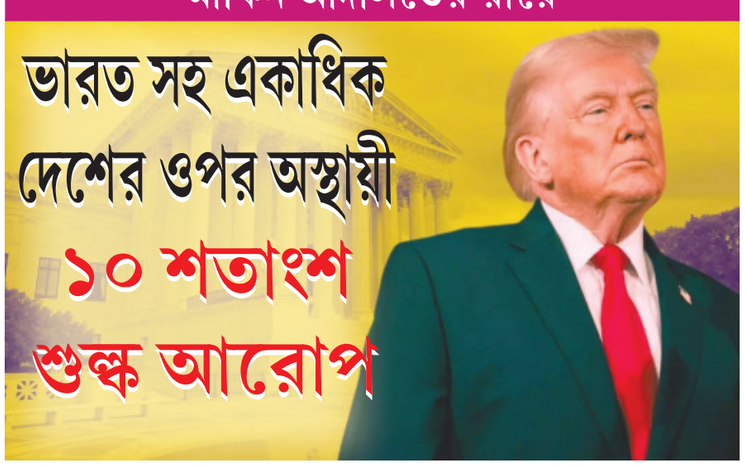

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে শুল্ক আরোপের অধিকার হারানোয় ভারতসহ একাধিক দেশের ওপর অস্থায়ীভাবে ১০ শতাংশ সমান শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত, ইউকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান আপাতত একই হারে শুল্কের আওতায় পড়বে।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ) ব্যবহার করে শুল্ক আরোপ করতে পারেন না। ফলে ওই আইনের অধীনে আরোপিত শুল্ক কার্যকর থাকছে না। এখন সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ওপর সেকশন ১২২ আইনের ভিত্তিতে বৈশ্বিক ১০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

প্রশাসনের মতে, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অস্থায়ী। কর্মকর্তা জানান, প্রশাসন ইতিমধ্যে অন্যান্য আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করে পূর্বনির্ধারিত বা উপযুক্ত শুল্কহার কার্যকর করার পথ খুঁজছে। ততদিন পর্যন্ত অংশীদার দেশগুলোকে বাণিজ্য বাধা কমানোসহ চুক্তির শর্ত মানার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প একে "গভীরভাবে হতাশাজনক" বলে মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, আদালত শুল্ক নীতিকে বাতিল করেনি, কেবল নির্দিষ্ট আইনের ব্যবহার সীমিত করেছে। একই সঙ্গে তিনি জানান, জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সেকশন ২৩২ ও বিদ্যমান সেকশন ৩০১ শুল্ক বহাল থাকবে এবং সেকশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদালতের রায়ে 'অত্যন্ত হতাশাজনক' ঃ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শুল্ক আরোপের ক্ষমতা বাতিল করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আদালতের রায়কে "অত্যন্ত হতাশাজনক" বলে মন্তব্য করে তিনি অবিলম্বে নতুন আইনি ধারায় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেন, যার মধ্যে রয়েছে একটি নতুন "১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক" আরোপ।

শুক্রবার হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, শুল্ক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় অত্যন্ত হতাশাজনক। দেশের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস না দেখানোয় আদালতের কিছু সদস্যের জন্য আমি লজ্জিত। তিনি ভিন্নমত পোষণকারী বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস, স্যামুয়েল আলিটো এবং ব্রেট কাভানফ-কে ধন্যবাদ জানান।

ট্রাম্প স্পষ্ট করেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় তাঁর শুল্ক কর্মসূচির ইতি টানেনি। বরং বিকল্প আইনি উপায় ব্যবহারের পথ আরও পরিষ্কার হয়েছে। তাঁর দাবি, এই খারাপ সিদ্ধান্তে পুরো আদালত স্বীকার করেছে যে আমার কাছে আরও শক্তিশালী আইন, পদ্ধতি ও ক্ষমতা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আদালত শুল্ককে সম্পূর্ণ বাতিল করেনি, বরং নির্দিষ্টভাবে আইইইপিএ আইনের আওতায় আরোপিত শুল্ক ব্যবহারের প্রশ্ন তুলেছে। আমি আইইইপিএ-র আওতায় যা খুশি করতে পারি, শুধু নির্দিষ্ট ফি আরোপ করতে পারি না, মন্তব্য ট্রাম্পের। প্রেসিডেন্ট জানান, বিদ্যমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস

কংগ্রেসকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), হিন্দু মহাসভা-সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবর্তে 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই সক্রিয় ছিল। স্বাধীনতার পরেও তারা জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী-র হত্যাকাণ্ড ছিল সেই চক্রান্তেরই অংশ। তিনি অভিযোগ করেন, আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত নাথুরাম গডসে-র হাত দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর মতে, এরপরও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করতে দেশি-বিদেশি শক্তি সক্রিয় থেকেছে।

তিনি আরও বলেন, গান্ধী-নেহেরু পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই ষড়যন্ত্রের নিশানায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী-র হত্যাকাণ্ডকেও তিনি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে দাবি করেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ নেহেরু-গান্ধী পরিবারকে লক্ষ্য করে ধারাবাহিক রাজনৈতিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এআই সামিট নিয়ে

দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। এআই ইমপ্যাক্ট সামিট নিয়ে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করছে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সাংবাদিক সম্মেলন করে তুলেছেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে দেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। তিনি সাম্প্রতিক এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের প্রসঙ্গ তুলে ধরে দাবি করেন, এত বড় আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কুরুচিকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। বিজেপি মুখপাত্রের অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর বক্তব্য তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত বাংলাদেশ একে অপরকে ছাড়া চলবে না

মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। এই দুই দেশ একে অপরকে ছাড়া চলবে না। আগরতলা-ঢাকা মৈত্রী বাস পরিষেবা পুনরায় চালু করার প্রসঙ্গে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, প্রায় কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হতে চলেছে আগরতলা-ঢাকা মৈত্রী বাস পরিষেবা। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারণে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা রুটে এই পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছিল। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে। বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পর দুই দেশের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। দুই দেশ একে অপরকে ছাড়া চলতে পারে না। বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তাতে গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরাবাসীর মধ্যেও খুশির বাতাবরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

রাজ্যজুড়ে পালিত মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। *মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধসম। মাতৃ দুগ্ধ পান ছাড়া একজন শিশুর যেমন শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিক ভাবে হয় না, তেমনি মাতৃভাষার চর্চা ছাড়া শিশুর শিক্ষার সঠিক বিকাশ হয় না। আজ সুকান্ত একাডেমির প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ একথা বলেন।*

মাতৃভাষার বিকাশের মাধ্যমে একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়। তিনি বলেন, মানুষের পরিচয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এক মৌলিক সম্পদ। মা ও মাটির মতোই প্রতিটি মানুষ জন্মসূত্রে এই সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষী মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা এই মাতৃভাষা দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। তাই আজকের দিনটি সেই বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগীদের স্মরণ করার দিনও।

তিনি বলেন, মাতৃভাষাকে ভালবাসতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই নিজেকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যেমন বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ তেমনি আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরাও বহু জাতি ও বহু ভাষার রাজ্য। বহু ভাষা ও জাতির মানুষ নিয়ে আমাদের দেশের ঐক্যও যেমন সুদৃঢ় রয়েছে তেমনি আমাদের রাজ্যও বহু জাতি ও ভাষার মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে স্ব স্ব মাতৃভাষাকে মর্যাদার সাথে চর্চা করে যেতে হবে। তিনি বলেন, মাতৃভাষা শুধু মানুষে মানুষে যোগাযোগ রাখার মাধ্যম নয়, আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বহমান রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী বর্মণ বর্তমান যুব সমাজকে কৃত্তিম ও প্রযুক্তির বিদ্যার উন্নয়নের সাথে মাতৃভাষাকেও সংযুক্ত করে নিজেদের মাতৃভাষা বিকাশে এবং বিশ্বের মাঝে মাতৃভাষাকে উন্মুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইংরেজী ভাষা নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কেউ যেন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা না করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

ভোপাল, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। নির্বাচন কমিশন(ইসিআই) শনিবার মধ্যপ্রদেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। নতুন তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৩৯,৮১,০৬৫। খসড়া তালিকার তুলনায় বৃদ্ধি হয়েছে ৮,৪৯,০৮২ জন ভোটার।

গত চার মাস ধরে রাজ্যজুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচি চালানোর পর এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইজলবাড়িতে জনজাতি মোর্চার র‍্যালি ঘিরে উত্তেজনা, সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বাইজলবাড়ি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত বাইক র‍্যালিকে কেন্দ্র করে আজ তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভ ও পথ অবরোধের জেরে খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাইজলবাড়িতে একটি বৃহৎ বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার পাশাপাশি জনজাতি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব প্রসেনজিৎ দেববর্মার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। প্রসেনজিৎ দেববর্মার আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে।

অভিযোগ, তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকেরা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, প্রসেনজিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একটি ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি থাকলেও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করছে না। উল্টে তিনি পুলিশি নিরাপত্তায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা। রাস্তা অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার কাউন্সিল নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য কায়েম হয়েছে। ১৪ আসনের কাউন্সিলে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা ৭টি আসনে জয়ী হয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ঘোষণা দেওয়া না হলেও ভোট প্রাপ্তির নিরিখে ফলাফল একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের নির্বাচনে এবার ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে তিনটি মহিলা সংরক্ষিত আসন রয়েছে। ওই তিনটি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। বাকি ১১টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আজ কাউন্সিলের ভোটের গণনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ফলাফলে জানা গেছে, বিজেপি সমর্থিত ৭ জন, সিপিএম সমর্থিত ৪ জন, কংগ্রেস সমর্থিত ২ জন এবং নির্দল একজন জয়ী হয়েছেন।

জানা গেছে, রতন দত্ত ২৩০টি, অরিন্দম ভট্টাচার্য ২২৩টি, অমর দেববর্মা ১৭৯টি, প্রশান্ত সেন চৌধুরী ১২৪টি, দিলীপ দেবনাথ ১১৩টি, সুদর্শন শর্মা ১০১টি, পুলক সাহা ৯১টি, শিশির চক্রবর্তী ৯১টি, দেবালয় ভট্টাচার্য ৮১টি, পূজন বিশ্বাস ৭৭টি, সুনির্মল দেব ৬৭ টি, দীপঙ্কর শর্মা ৬৫টি, নেপাল মজুমদার ২১টি এবং কৌশিক রায় ২০টি ভোট পেয়েছেন।

তাতে নিশ্চিত, রতন দত্ত সর্বাধিক ভোট পেয়ে পুণরায় বার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদিবাসী ভাষাকে দেবনাগরী লিপি

ভাষাগত সন্ত্রাসে শামিল হওয়া ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাজভাষা সম্মেলনে এসে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রায় চল্লিশটি আদিবাসী ভাষাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এধরনের আহ্বান কার্যত ভাষাগত সন্ত্রাসের শামিল হওয়াকে বোঝায়। দেবনাগরী লিপি গ্রহণে বাধ্য করা হলে তা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শামিল হবে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গতকাল রাজভাষা সম্মেলনে রাজ্যে এসে অমিত শাহ বলেন উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রায় চল্লিশটি আদিবাসী ভাষাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখা উচিত। তা না হলে তাঁদের নিজস্ব ভাষার বিকাশ করা হবে না। তিনি একপ্রকার ভাষা নিয়ে হুমকি দিয়েছেন আদিবাসীদের।

এদিন তিনি আরও বলেন , সংসদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাজ ভাষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি মনে করেন, কোনও ভাষার লিপি নির্ধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের হাতেই থাকা উচিত। তাঁর কথায়, এটি ভাষাগত বৈচিত্র্যের উপর সরাসরি আঘাত। একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের আড়ালে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের চিন্তাধারা কাজ করছে এবং তা দেশের বহুভাষিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তাঁর কথায়, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি মানুষের আত্মপরিচয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 22-02-2026, 01:05

জাগরণ আগরতলা,২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
৯ ফাল্গুন, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাভাষার সংকট

বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায়, এটি একইসাথে এক ধরণের অস্তিত্ব রক্ষার সংকট এবং বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে যেমন বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাবে বাংলা ভাষা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, অন্যদিকে এর সম্ভাবনাও আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় অবহেলা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অবস্থান এখনো দুর্বল। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল বিদ্যায় বাংলার ব্যবহার নগণ্য। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রসারের ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষায় দক্ষতা কমিয়া যাইতেছে যাহা ভাষাবিদদের মতে একটি বড় সংকট।আন্দোলন মানে ঐক্য। গণ ঐক্য। সংগঠনসমূহের ঐক্য। বাংলা ভাষা স্বাধিকারের দাবিতে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ এক গণ-আন্দোলন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় একটি নতুন দেশ যাহার নাম বাংলাদেশ। পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ছিল তাহার চূড়ান্ত পরিণতি। বাস্তিল দিবসে ফরাসি জাতি শত শত বছরের গ্লানি মুছিয়া যেমন লাভ করিয়াছিল নবজন্ম, তেমনি ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি খুঁজিয়া পাইয়াছিল তাহার আত্মপরিচয়ের নতুন ঠিকানা।

ইতিহাস বলিতেছে ভারতীয়দের দুর্দিনের সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। ভারতে দু'শো বছরের উপর ব্রিটিশ শাসনকাল বাংলায় বাঙালির আত্মপরিচয়কে অনেকটাই ম্লান করিয়া দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় ধর্মের ভিত্তিতে দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগাভাগি করে। কিন্তু শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গের কাছে উপেক্ষার শিকার হয়, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষার প্রশ্নে।বরকত, সালাম, জব্বার, রফিকউদ্দিন, শফিউর রহমান-সহ শহীদদের রক্তে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে এক সংগ্রামী চেতনা ও ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, যাহা পরবর্তীকালে সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধার সঙ্গে 'শহিদ ও ভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের এ রাজ্যেও দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ভাষা আন্দোলন শুধু একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না, তাহা ছিল বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সোপান।ভাষা আন্দোলন ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। '৫২-র ভাষা আন্দোলনের পর, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই তখনকার পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি সামনে আসে, যাহা তখনকার রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। এর কারণ ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের অর্জিত সম্পদের একটি বড় অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিনিয়োগ করা।১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর 'ইউনেস্কো' একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে আমাদের এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ভাষা আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল বাংলার মানভূমে ১৯১২ সালে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়াইয়া পড়ে বাঙালিদের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আসামের ভাষা আন্দোলনের কথাকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আসামের বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল আসাম সরকারের অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের প্রধান ভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বরাক অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলাভাষী। ১৯৬১ সালে ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের সময় আসাম পুলিশ ১১ জন প্রতিবাদকারীকে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে গুলি করিয়া হত্যা করে, যাহার মধ্যে একজন ছিলেন নিতান্ত তরুণী কমলা ভট্টাচার্য্য। প্রথম নারী ভাষা শহিদ এবং তাহা বাংলা ভাষার জন্য।ভাষা আন্দোলন অতিক্রান্ত হইয়াছে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল।

অতীতে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা, বাংলার ব্যবহার ছিল প্রায় সর্বত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৯২১) প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যাপক সুযোগ ছিল, কিন্তু আজ আর নাই। কিন্তু কেন? দিনে দিনে বাংলাভাষা কি দুর্বল হইতেছে? তথাকথিত পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন উচ্চশিক্ষা, বিশেষত বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা বাংলা ভাষায় চলিতে পারে না। তাঁহাদের উদ্দেশে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। বিজ্ঞানী বসু লিখিয়াছেন 'যাঁহারা বিজ্ঞানের কথা বাংলায় লেখা যায় না বলিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় বিজ্ঞান বোঝেন না, নয়তো বাংলা জানেন না।' মেঘনাদ সাহা, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন বসু প্রমুখ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বই লিখে গিয়াছেন এবং এখনও অন্যান্য বিষয় নিয়া বাংলা বই ও গবেষণা পত্র লেখা হ ইতেছে। পুঁজিবাদ প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার বন্ধু হইতে পারে না, ইংরেজিকেই তাহারা বিশ্বায়নের ভাষা নামে চালাইয়ায দিতে চাইছে। বিশ্বায়নের যুগে কোনও ভাষার জোর কম না বেশি, তাহা স্থির করা হয় সেই ভাষায় কাজের সুযোগ বা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে রোজগারের সুযোগ কম না বেশি তাহার দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেই ভাষার অংশগ্রহণের অনুপাতের ভিত্তিতে। বর্তমানে সামাজিক ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও ঐতিহ্য ভীষণরকম দুর্বল হইতেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগ বাংলা ভাষাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মৌলবাদীরা ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিতে চায় এবং বাংলাদেশে পূর্বেকার পাকিস্তানি ইসলামি সংস্কৃতি ও উর্দু ভাষা ফিরাইয়া আনিতে চায়।সমস্ত ভাষার মেহনতি ও প্রান্তিক মানুষেরাই বিশেষত মাতৃভাষায় কথা বলে, ভাষাকে রক্ষা করে এবং তার সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। তাই ভাষা রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হইবে এই মানুষদেরই। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আজকের প্রজন্মের কাছে আমাদের বারে বারে পৌঁছিয়া দিতে হইবে আগামীর ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য।

দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপগুলির বাস্তব প্রয়োগের প্রদর্শন

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভূমিকা- নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর আরেকটি প্রাণবন্ত দিন দর্শকদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা উদ্ভাবন পর্যবেক্ষণ করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। প্রদর্শনী স্টলে প্রাথমিক আলাপচারিতা থেকে নীতি নির্ধারক ও উদ্ভাবকদের প্রাণবন্ত আলোচনা পর্যন্ত দিনটি গতিময় ছিল। সরাসরি প্রদর্শনের চারপাশে ছোট ছোট দল জড়ো হয়। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ধীরে ধীরে দৈনন্দিন ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠছে।

সরকার উদীয়মান প্রযুক্তিকে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য প্রয়োগে রূপান্তরের ওপর যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই প্রদর্শনীতে। এখানে ধারণা শুধু উপস্থাপন করা হয়নি। বাস্তব প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে। এই বাস্তবমুখী পরিবেশে সামিট কেবল আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে থাকেনি। এটি সমাধানকেন্দ্রিক একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা স্টার্টআপ, গবেষক, শিল্প নেতৃত্ব ও উদ্ভাবকেরা এখানে একত্রিত হন। পরিবহন, শিক্ষা, প্রশাসন, পরিকাঠামো-সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী সমাধান তৈরির বৃহত্তর জাতীয় প্রয়াসের প্রতিফলনও এতে দেখা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় শিক্ষার প্রস্তুতি প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করলে একটি স্ক্রিনের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে একটি অধ্যয়ন ড্যাশবোর্ড প্রদর্শিত হচ্ছিল।

এই প্ল্যাটফর্মের নাম সাথী (SATHEE - Self Assessment– Test and Help for Entrance Exams)। শিক্ষা মন্ত্রক এবং আইআইটি কানপুরের উদ্যোগে ২০২৩ সালে এটি শুরু হয়। আটটি বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও পরামর্শ সহায়তা এখানে দেওয়া হয়। পরীক্ষাগুলি হল - JEE– NEET– CLAT– ICAR– CUET– SSC– RRB, IBPS।

প্ল্যাটফর্মটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সন্দেহ নিরসন, অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি, বিভ্রান্তি শনাক্তকরণ এবং বক্তৃতার সারাংশ প্রস্তুতির সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে পড়াশোনা করে না, এই বাস্তবতা মাথায় রেখে নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বাড়িতে বসেই যে কোনো সময় পড়াশোনার সুযোগ এখানে রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপলব্ধ সময় অনুযায়ী, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। বক্তৃতার নথি থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও সারাংশ তুলে ধরা হয় এবং বারবার হওয়া ধারণাগত বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে ১৩টি ভারতীয় ভাষায় বিষয়বস্তু উপলব্ধ। আরও ভাষা যুক্ত করার কাজ চলছে। নির্বাচিত সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক প্রয়োগে ইতিবাচক ফল মিলেছে। JEEতে উত্তীর্ণের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ এবং NEET-এ প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বেসরকারি কোচিং-এর সুযোগ না থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোই মূল লক্ষ্য।

ক্যামেরাকে বুদ্ধিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রদর্শনীর আরেক অংশে শিক্ষার প্রসঙ্গ থেকে আলোচনা সরে আসে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে।

গুরগাঁও-ভিত্তিক সংস্থা iiris - Value Catalysts-এর স্টলে সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রচলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযুক্তির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। কোনো গুদাম বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রথমে পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়। তার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা সমাধান তৈরি করা হয়।

নতুন যন্ত্র বসানোর পরিবর্তে প্রচলিত ক্যামেরা ব্যবস্থার সঙ্গে সফটওয়্যার যুক্ত করে উন্নত করা হয়। আগে নজরদারির জন্য মানুষের ওপর নির্ভর করতে হত। কোনো ঘটনা ঘটলে পুরো রেকর্ডিং খতিয়ে দেখা ছাড়া উপায় থাকত না। এতে সময় ও শ্রম দুটিই বেশি লাগত। বর্তমানে সংস্থাটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্পের নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করছে। এর মধ্যে মথুরার বৃন্দাবন চন্দ্রোদয় মন্দিরও রয়েছে। অভিজ্ঞ পেশাদারদের সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে পরিকল্পিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণই মূল লক্ষ্য। রেললাইনের ত্রুটি পূর্বেই চিহ্নিত রেল নিরাপত্তা বিষয়ক স্টলেও দর্শকদের ভিড় ছিল। রেল ল্যাবস সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাক পরীক্ষণ যন্ত্র আরিস্তা (Arista) প্রদর্শন করেন।

এই যন্ত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় রেললাইনের ত্রুটি পরীক্ষা করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাটল চিহ্নিত করা হয়। লেজার প্রযুক্তি দিয়ে লাইনের গঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং ক্যামেরা দিয়ে অন্যান্য ত্রুটি ধরা হয়। ফিশ প্লেট অনুপস্থিত থাকা, বা গঠনগত সমস্যা থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত হয়।

মানবশ্রমের তুলনায় পরীক্ষার দক্ষতা প্রায় ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সংস্থার আরেকটি পণ্য চক্রব্যুহ (ChakrVue) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ট্রেনের চাকার ক্ষয় বা ভাঙনের সম্ভাবনা আগে থেকে জানাতে পারে। ফলে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে। মুম্বই, আগরতলা ও রাঁচি-সহ বিভিন্ন শহরে এলএইচবি এবং তেজস কোচে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

উপসংহার - সন্ধ্যা নামার পরও দর্শকদের আগ্রহ কমেনি। অনেকে বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং প্রশ্ন করেন। এই শিখর সম্মেলন তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয় না। বরং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্যবস্থার ধীর সংযুক্তির ছবি তুলে ধরে। পরিবহণ ব্যবস্থা, মন্দির চত্বর, শ্রেণীকক্ষ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান কাঠামোর সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হচ্ছে। এতে দক্ষতা, নিরাপত্তা ও পরিষেবার নাগাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধীর কিন্তু স্থায়ী সংযুক্তির মধ্যেই ভারতের উন্নয়নযাত্রায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা নিহিত।

অষ্টলক্ষ্মী দর্শন যুব বিনিময় কর্মসূচির একাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, পিআইবি।। অষ্টলক্ষ্মী দর্শন যুব বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ১১ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে শুক্রবার ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া। ৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই কর্মসূচীতে চণ্ডীগড়ের ২২ জন শিক্ষার্থী এবং তামিলনাড়ুর ১৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এদিনের এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর- পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব, মন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রকের রেজিস্ট্রার (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) গ্যাংটক এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (এনইসি) অন্যান্য কর্মকর্তারাও। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক এনইসি-র মাধ্যমে আয়োজিত এবং অর্থায়িত একটি যুব বিনিময় কর্মসূচি হল অষ্টলক্ষ্মী দর্শন কর্মসূচি, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণদের মধ্যে জাতীয় সংহতিকে আরও গভীর এবং বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটির লক্ষ্য হল, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবকে দৃঢ় করা। ১৪ দিনের এই কর্মসূচিতে রয়েছে এক্সপোজার ভিজিট, একাডেমিক সেশন, ঐতিহ্যবাহী ভ্রমণ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ যুব-যুব সম্পর্ক গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক উপলব্ধি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করা। সামগ্রিকভাবে, এর মাধ্যমে ২৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৩২টি ব্যাচে ১২৮০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করছে, যাতে তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শন এবং এখান থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এ পর্যন্ত, পূর্ববর্তী দশটি ব্যাচে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩৯০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে চলমান দুটি ব্যাচে ৮১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। (সংযোজনী দেখুন।)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিন্ধিয়া উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে এই কর্মসূচিটি ছেলে এবং মেয়েদের সমান অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, যা যুবকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়ন করছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত উদ্যোগের অধীনে অষ্টলক্ষ্মী দর্শনকে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক বিনিময় হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি, যা ভারতের বাকি অংশের যুবকদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে তাদেরকে এই অঞ্চলের ভাষা, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করছে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতিকে আরও গভীর করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, এই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি সমগ্র অঞ্চলের মানুষের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে। তিনি সিকিমের বিশাল পর্যটন সম্ভাবনার কথাও বক্তব্যে তুলে ধরেছেন।

আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তামিলনাড়ুর শ্রীমতী কীরথনা পি বলেন, এটি তাঁর কাছে ছিল একটি দুর্দান্ত সুযোগ যা তাঁকে অর্থপূর্ণ বাস্তব জীবনের শিক্ষা প্রদান করেছে। তামিলনাড়ুর একজন দিব্যাঙ্গ ছাত্রী শ্রী আনসারি এ, এই সুযোগ প্রদান করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এই কর্মসূচির সামগ্রিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, চণ্ডীগড়ের শ্রীমতী রাজনপ্রীত কৌর বলেছে, এই কর্মসূচির অংশ হতে পারাটা তাঁকে গভীরভাবে সম্মানিত করেছে। একই সাথে জোর দিয়ে বলেছে যে, সিকিমে পরিবেশ এবং উন্নয়ন একসাথে চলে।

সমাপনী বক্তব্যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের এই উৎসাহের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন এবং তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সিকিমের মানুষ, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য বলেছেন। সেই সাথে "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তারা এই রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক গল্প নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে আসবে। অষ্টলক্ষ্মী দর্শন যুব বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি হল শিক্ষার্থীদের উত্তর-পূর্ব ভারতের খাঁটি সংস্কৃতি, মানুষ এবং ঐতিহ্যকে অনুভব করতে সাহায্য করা।

বলাবাহুল্য যে, অষ্টলক্ষ্মী দর্শন বিনিময় কর্মসূচিটি দেশের সাংস্কৃতিক সংহতি, যুব সম্পৃক্ততা এবং জাতীয় ঐক্য প্রচারের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের সারমর্ম এবং একটি সহ-সমৃদ্ধ বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে চলেছে।

জাত-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সেবার আহ্বান স্বাস্থ্যকর্মীদের বার্তা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। চিকিৎসক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ অ-চিকিৎসক কর্মীরাও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মরত সকলকে জাত-ধর্মের বিভাজন ভুলে মানবিকতার সঙ্গে সেবা দেওয়ার আহ্বান জানালেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শনিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত 'অভয় হস্ত' কর্মসূচিতে নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই বার্তা দেন। এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর এবং খাদ্য সুরক্ষা ও ওষুধ প্রশাসন বিভাগে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক হাজার জন নিয়োগপত্র পেয়ে স্বাস্থ্য দফতরে যোগ দিয়েছেন এটি অত্যন্ত সন্তোষজনক। তাঁর মতে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করা শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, এটি মানুষের জীবন বাঁচানো ও রোগ প্রতিরোধের সঙ্গে যুক্ত এক তাৎপর্যপূর্ণ সেবা।

সিদ্দারামাইয়া জানান, তাঁর সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ধাপে ধাপে শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার নানা জটিলতা দূর করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুলিশ জনকল্যাণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই ক্ষেত্রগুলিকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন সরকারি দফতরে বর্তমানে আড়াই লক্ষেরও বেশি শূন্যপদ রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।

তিনি জানান, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও দুর্নীতি রুখতে কাউন্সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ ও বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসক-সহ প্রায় ৫,৭০০টি পদে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বদলি করা হয়েছে। নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলেও তিনি স্পষ্ট করেন এবং সরকারি কর্মীদের বদলি সংক্রান্ত দালালচক্র থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অ-চিকিৎসক কর্মীদের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য দফতরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাত-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে মানবিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, রোগীর চিকিৎসার জন্য যখন রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন কেউ জাত বা ধর্ম দেখে না। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর আবার মানুষ সেই বিভাজনের চক্রে ফিরে যায়। রোগ প্রতিরোধে আরও জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাস্থ্য দফতরকে এই ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করতে সরকার একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জিরা, ধনে, হলুদের গুঁড়ো ও পূরবীর জীবন সংগ্রাম

অমৃত দাস

গ্রামের সরু মেঠো রাস্তা, দু'পাশে ধানক্ষেত, চার দিকে সবুজ বনানী, এর মাঝে এক টিনের ঘর। এই পরিবেশেই বড় হয়ে ওঠেন পূরবী চক্রবর্তী। কোনোদিন ভাবেননি যে একদিন তাকে সবাই চিনবে একজন "লাখপতি দিদি" হিসেবে। সংসার, সন্তান ও সীমিত আয়-এই ছিল তার জীবনের চেনা গন্ডি। কিন্তু সেই গন্ডি ভেঙে আজ তিনি স্বাবলম্বনের এক উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছেন। পূরবীর পরিবারে আয়ের প্রধান উৎস ছিল স্বামীর অনিয়মিত দৈনিক মজুরি। মাসের শেষে সংসার চালানোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা, উৎসব, অনুষ্ঠান সব কিছুতেই আপস করতে হতো। নিজের জন্য কিছু করার কথা ভাবাই ছিল অলীক কল্পনা। এই অবস্থাতেই তিনি যুক্ত হন রূপাইছড়ি ব্লকের "জয় রাম মহিলা স্ব-সহায়ক" দলে। প্রথমদিকে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের জন্য ৫০ থেকে ১০০ টাকা জোগাড় করাও সহজ ছিল না। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে পাওয়া প্রশিক্ষণই ছিল তার জীবনের মোড় ঘোরানোর অধ্যায়। সেখানে তিনি শেখেন কীভাবে স্বল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করা যায়, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা যায়, বাজারের চাহিদা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় ও দলগতভাবে কাজ করা যায়। এই প্রশিক্ষণ শুধু হাতের কাজ শেখায়নি, শেখায় নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে। দলের সাথে মিলেই পূরবী চক্রবর্তী যুক্ত হন মশলা গুঁড়ো ও প্যাকেটজাত করার কাজে। প্রথমে কাজ ছিল সীমিত, কাঁচা মাল পরিষ্কার করা ও প্যাকেট তৈরী করা। কিন্তু অল্প সময়েই তিনি পুরো প্রক্রিয়া রপ্ত করে ফেলেন। মেশিন চালানো থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রি পর্যন্ত। ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের সহায়তায় আধুনিক মেশিন আসার পর উৎপাদন বাড়ে। আর সেখান থেকেই আয় বাড়তে থাকে। আজ পূরবী চক্রবর্তীর মাসিক আয় গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। বার্ষিক আয় ছুঁয়েছে ২ লক্ষ টাকারও বেশি। মশলা ব্যবসার পাশাপাশি তিনি এখন স্থানীয় মেলায় পণ্য বিক্রি করেন, নতুন সদস্যদের কাজ শেখান, দলের আর্থিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই ধারাবাহিক আয়ই তাকে এনে দিয়েছে 'লাখপতি দিদি'র স্বীকৃতি।

এই সাফল্যের প্রভাব পড়েছে তার জীবনের প্রতিটি স্তরে। সন্তানদের পড়াশোনা এখন আর থেমে থাকে না। চিকিৎসার জন্য ধার করতে হয় না। ঘরের সিদ্ধান্তে তার মতামত এখন গুরুত্ব পায়। আজ সমাজে তিনি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। পূরবীর কথায়, আগে আমি শুধু সংসার চালাতাম, এখন সংসার গড়ি। আজ তার গ্রামের অন্যান্য নারীরা পূরবীর পথ অনুসরণ করতে চাইছেন। অনেকেই স্ব-সহায়ক দলে যোগ দিচ্ছেন শুধু তার সাফল্যের কথা শুনে। পুরুষরাও এখন বুঝতে পারছেন নারীর আয় মানেই পরিবারের নিরাপত্তা। "লাখপতি দিদি" শুধু একটি সংখ্যা নয়। পূরবী চক্রবর্তীর সাফল্য প্রমাণ করে "লাখপতি দিদি" হওয়া মানে শুধু টাকার অঙ্ক নয়। এটি আত্মসম্মান, সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। রূপাইছড়ি ব্লকের এই লাখপতি দিদি আজ একা নন, তিনি অন্যদেরও পথ দেখান। তার এই সাফল্য আজ দেখিয়ে দিয়েছে সঠিক প্রশিক্ষণ, দলগতশক্তি, আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে গ্রামের নারীরাও অর্থনৈতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারেন। জিরা, ধনে, হলুদের গুঁড়ো মশলার সঙ্গে মিশে আছে পূরবীর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম। তার এই সাহস আর সাফল্যের গল্প-আগামী দিন অসংখ্য নারীর স্বপ্নের দিশারি হয়ে থাকবে।

রপ্তানি বিধিনিষেধ মোকাবিলায় স্ক্র্যাপ শিল্পে জরুরি সংস্কার প্রয়োজন: শিল্প নেতাগণ

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। স্ক্র্যাপকে কৌশলগত পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে শিল্পক্ষেত্রে জরুরি সংস্কার আনার আহ্বান জানালেন শিল্প নেতাগণ। শনিবার পিএইচডি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (পিএইচডিসিসিআই) ও মেটাল এক্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে তাঁরা বলেন, ওইসিডি দেশগুলি রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপের কথা বিবেচনা করায় ভারতের স্ক্র্যাপ আমদানি নির্ভরতা বড় ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সম্মেলনে পিএইচডিসিসিআই-এর মিনারেলস অ্যান্ড মেটাল কমিটির চেয়ার এবং জিন্দাল-এর ডিরেক্টর বিজয় শর্মা স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টারের মাধ্যমে ইকোসিস্টেমকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা, অনানুষ্ঠানিক সংগ্রাহকদের নিয়মিত ভ্যালু চেইনে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং ইএসজি ও গ্রিন ফাইন্যান্স কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত সুসংগঠিত অর্থায়নের ওপর জোর দেন। শর্মা বলেন, স্ক্র্যাপ ব্যবস্থাপনা আর কেবল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়, এটি এখন প্রতিযোগিতা, স্থায়িত্ব ও সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতাকে কেন্দ্র করে একটি কৌশলগত ব্যবসায়িক পদ্ধতি। তিনি উল্লেখ করেন, এক টন পুনর্ব্যবহৃত ইস্পাত ১.১ টন লৌহ আকরিক এবং ৬৩০ কেজি কোকিং কয়লা সাশ্রয় করে এবং প্রায় ২৮ শতাংশ নির্গমন কমায়, যা ভারতের প্রবৃদ্ধির জন্য স্ক্র্যাপকে অপরিহার্য করে তুলেছে। স্কেল বাড়াতে পাঁচটি প্রধান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেন তিনি বিভাজন ও অনানুষ্ঠানিকতা, গুণমান ও মানদণ্ডের অভাব, দামের অস্থিরতা, প্রযুক্তি ও মূলধনের ঘাটতি এবং আস্থার অভাব।

শনিবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন।

৮৮ দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমর্থনে গৃহীত 'নিউ দিল্লি ডিক্লারেশন অন এআই'

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : রাজধানীতে আয়োজিত 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এর সমাপনী দিনে গৃহীত হল 'নিউ দিল্লি ডিক্লারেশন অন এআই ইমপ্যাক্ট'। ৮৮টি দেশ ও একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ঘোষণাপত্রে সমর্থন জানায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণে এআই ব্যবহারের বিষয়ে বিস্তৃত বৈশ্বিক ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। "সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়" নীতিকে সামনে রেখে এতে বলা হয়েছে, এআই-এর সুফল মানবসমাজের সকল স্তরে ন্যায্যভাবে ভাগ করে নিতে হবে। এতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বহু-পক্ষীয় অংশগ্রহণ জোরদার করা, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহজলভ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কাঠামোর মাধ্যমে এআই উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ঘোষণাপত্রটি সাতটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এগুলি হল এআই সম্পদের গণতন্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষিত ও বিশ্বাসযোগ্য এআই, বিজ্ঞানের জন্য এআই, সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রবেশাধিকার, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সহনশীল, দক্ষ ও উদ্ভাবনী এআই ব্যবস্থা।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক রূপান্তরে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ওপেন-সোর্স ও সহজলভ্য এআই পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা, শক্তি-সাশ্রয়ী এআই পরিকাঠামো নির্মাণ, বিজ্ঞান, শাসনব্যবস্থা ও জনপরিষেবা প্রদানে এআই-এর বিস্তৃত প্রয়োগ এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এআই-এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং অর্থবহ ও সাশ্রয়ী সংযোগব্যবস্থা অপরিহার্য।"

"বসুধৈব কুটুম্বকম" নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, এআই সম্পদের সাশ্রয়ী ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে সব দেশ তাদের নাগরিকদের কল্যাণে এআই উন্নয়ন, গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে পারে।

এছাড়াও 'চার্টার ফর দ্য ডেমোক্র্যাটিক ডিফিউশন অব এআই'-কে একটি স্বেচ্ছাসেবী ও অ-বাধ্যতামূলক কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক এআই সম্পদে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, স্থানীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহ এবং জাতীয় আইন মেনে স্থিতিশীল এআই ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে, নিরাপদ, বিশ্বাসযোগ্য ও দৃঢ় এআই ব্যবস্থার উন্নয়নই আস্থা তৈরি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল সর্বাধিক করার ভিত্তি। এআই গবেষণা পরিকাঠামোয় প্রবেশাধিকারের প্রসার এবং কাঠামোগত বাধা দূর করা গেলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে এআই ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাপনী বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এআই ইমপ্যাক্ট সামিট আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বহু-পক্ষীয় অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং মানবজাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাসেবী নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

ডিসেম্বরে বেড়েছে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি, ভারতের সঙ্গে পণ্য ঘাটতি ৫৮.২ বিলিয়ন ডলার

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০২৫ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে পুরো বছরে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫৮.২ বিলিয়ন ডলারে। মার্কিন সেন্সাস ব্যুরো ও ব্যুরো অব ইকোনমিক অ্যানালিসিসের প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বরে পণ্য ও পরিষেবা মিলিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে হয়েছে ৭০.৩ বিলিয়ন ডলার, যা নভেম্বরে সংশোধিত হিসেবে ছিল ৫৩.০ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে রপ্তানি ১.৭ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৮৭.৩ বিলিয়ন ডলারে এবং আমদানি ৩.৬ শতাংশ বেড়ে হয় ৩৫৭.৬ বিলিয়ন ডলার।

মূলত পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির ফলেই সামগ্রিক ঘাটতি বেড়েছে। ডিসেম্বরে পণ্য ঘাটতি ১৫.৭ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ৯৯.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে পরিষেবা খাতে উদ্বৃত্ত ১.৬ বিলিয়ন ডলার কমে দাঁড়ায় ২৯.০ বিলিয়ন ডলারে। শুধু ডিসেম্বরে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ঘাটতি ছিল ৫.২ বিলিয়ন ডলার।

পুরো ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ৯০১.৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ সালের ৯০৩.৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় সামান্য কম। এ সময় রপ্তানি বেড়ে হয় ৩,৪৩২.৩ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি দাঁড়ায় ৪,৩৩৩.৮ বিলিয়ন ডলার।

২০২৫ সালে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ২৫.৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ১,২৪০.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। তবে পরিষেবা খাতে উদ্বৃত্ত ২৭.৬ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩৯.৫ বিলিয়ন ডলার।

দ্বিপাক্ষিক হিসেবে ২০২৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ঘাটতি ৫৮.২ বিলিয়ন ডলার, যা ভারতকে ওয়াশিংটনের বড় বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলির মধ্যে স্থান দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ঘাটতি ২১৮.৮ বিলিয়ন ডলার, চীনের সঙ্গে ২০২.১ বিলিয়ন ডলার, মেক্সিকোর সঙ্গে ১৯৬.৯ বিলিয়ন ডলার, ভিয়েতনামের সঙ্গে ১৭৮.২ বিলিয়ন ডলার এবং তাইওয়ানের সঙ্গে ১৪৬.৮ বিলিয়ন ডলার।

ডিসেম্বরে পণ্য রপ্তানি ৫.৫ বিলিয়ন ডলার কমে ১৮০.৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। শিল্প সরঞ্জাম ও উপকরণ রপ্তানি ৮.৭ বিলিয়ন ডলার কমেছে, যার মধ্যে নন-মনেটারি সোনা ৭.১ বিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছে। তবে মূলধনী পণ্যের রপ্তানি ২.৫ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে, সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানি বেড়েছে ০.৯ বিলিয়ন ডলার এবং ভোক্তা পণ্যের রপ্তানি ১.৮ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে ওষুধ প্রস্তুতি ১.৩ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। অন্যদিকে, ডিসেম্বরে পণ্য আমদানি ১০.২ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ২৮০.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। মূলধনী পণ্যের আমদানি বেড়েছে ৫.৬ বিলিয়ন ডলার, কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ১.৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প উপকরণ ও সরঞ্জাম আমদানি বেড়েছে ৭.০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে তামা ১.৫ বিলিয়ন ডলার এবং অপরিশোধিত তেল ১.০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভোক্তা পণ্যের আমদানি ৩.৫ বিলিয়ন ডলার কমেছে।

বাস্তব পরিমাপে ডিসেম্বরে পণ্য ঘাটতি ১২.৫ বিলিয়ন ডলার বা ১৪.৮ শতাংশ বেড়ে ৯৭.১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের সম্প্রসারণকে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন এশিয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খল বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা করছে, তখন ভারত মার্কিন বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী হিসেবে উঠে এসেছে। বাণিজ্য তথ্য দুই দেশের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শুল্ক, উৎপাদন এবং কৌশলগত অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পশ্চিমবঙ্গ : ভোটের আগে সিপিআই(এম) ছেড়ে তৃণমূলে প্রতিকুর রহমান

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএনস): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা খেল সিপিআই(এম)। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও অন্যতম তরুণ মুখ প্রতিকুর রহমান শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এর পরেই সিপিআই(এম) নেতৃত্ব তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রতিকুর রহমানের দলবদল সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন রহমান। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রহমান বলেন, সিপিআই(এম)-এ নিজের মতামত প্রকাশের মতো পর্যাপ্ত পরিসর তিনি পাচ্ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির নীতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপযুক্ত মঞ্চ। তিনি বলেন, অনেকে বলছেন আমি তৃণমূলের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছি। হ্যাঁ, চুক্তি করেছি, সেটা হল বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার চুক্তি। দলে স্বাগত জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রতিকুর রহমান রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, সিপিআই(এম)-এর তরুণ নেতা ও কর্মীরা দলের ভিতরে নানা সীমাবদ্ধতার মুখে পড়ছেন এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে দলের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এছাড়া, রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (সআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে সিপিআই(এম), বলেও অভিযোগ করেন তিনি। চলতি বছরের শেষের দিকে নির্ধারিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দলবদল রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

মিজোরামে ১১.৮৫ কোটি টাকার মেথ ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

আইজল, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএনস) : মিজোরামে বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযানে প্রায় ১১.৮৫ কোটি টাকার মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে অসম রাইফেলস। এই ঘটনায় তিন মায়ানমারের নাগরিক-সহ মোট চার জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মুখপাত্র। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট পাচারের খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে লংতলাই জেলার কাকিচুহা গ্রামে একটি মোবাইল ভেহিকল চেক পোস্ট (এমভিসিপি) স্থাপন করে অসম রাইফেলস। অভিযানের সময় কোলাডাইন নদীপথে নৌকায় করে মায়ানমার থেকে ভারতে প্রবেশের সময় চার সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৮০,০০০টি মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট (ওজন প্রায় ৩.৯৫২ কেজি) উদ্ধার হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১১.৮৫ কোটি টাকা। ঘটনাস্থলেই তিন মায়ানমারের নাগরিক ও এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের পরিচয় লইরামলাইনা (৪০), লংতলাই জেলার বাসিন্দা এবং মায়ানমারের তিন নাগরিক চাইমৌংথেইন (১৭), থানলায়িং (১৭) ও থানলাইগওন (১৫)। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য ও ধৃতদের লংতলাই জেলার বুংতলাং থানায় পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। অসম রাইফেলস জানিয়েছে, ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অবৈধ মাদক পাচার রুখতে এবং অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট 'ইয়াবা' বা 'পার্টি ট্যাবলেট' নামেও পরিচিত। এতে মেথঅ্যামফেটামিন ও ক্যাফেইনের মিশ্রণ থাকে। 'ক্রেজি ড্রাগ' নামেও পরিচিত এই মাদক ভারতে নিষিদ্ধ। মিজোরাম রাজ্যের সঙ্গে মায়ানমারের প্রায় ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ৩১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গম পার্বত্য এলাকা রয়েছে। ফলে সীমান্তপারের চোরাচালানের ক্ষেত্রে রাজ্যটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মায়ানমারের চিন রাজ্যকে মাদক, বিদেশি সিগারেট, সুপারি ও অন্যান্য অবৈধ পণ্যের পাচারের অন্যতম কেন্দ্র বলে মনে করা হয়। মিজোরামের চামফাই, সিয়াহা, লংতলাই, হ্নাথিয়াল, সাইতুয়াল ও সেরছিপ এই ছয় জেলার মাধ্যমে চোরাচালান হয়ে থাকে বলে জানা গেছে।

মার্কিন বিনিয়োগ বিল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ীই প্রক্রিয়াকরণ করবে জাতীয় পরিষদ: দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতারা

সিউল, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ীই প্রক্রিয়াকরণ করা হবে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্ক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রায় সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে শনিবার স্পষ্ট করেন আইনপ্রণেতারা।

বিরোধী পিপল পাওয়ার পার্টি (পিপিপি)-র সাংসদ কিম সাং-হুন, যিনি সংশ্লিষ্ট বিশেষ কমিটির প্রধান, বলেন, "এই রায় এমন কোনও শর্ত তৈরি করে না, যার ভিত্তিতে দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন বিনিয়োগ বাতিল করা যেতে পারে।" তিনি জানান, নির্ধারিত সময়েই শুনানি হবে এবং সরকারের অবস্থান খতিয়ে দেখা হবে।

শাসক ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ডিপি)-র আইনপ্রণেতারাও বিলটি নির্ধারিত সময়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেন। এক শীর্ষ নেতা ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থাকে জানান, ওয়াশিংটনের সঙ্গে হওয়া চুক্তি বহাল রয়েছে এবং বিল প্রক্রিয়াকরণে সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন আসবে না।

তবে ক্ষুদ্র জিনবো পার্টি অবিলম্বে বিনিয়োগ বিলের সব প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবি জানিয়েছে।

এই মাসের শুরুতে সিউলের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য চুক্তির পর ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি দ্রুত কার্যকর করতে জাতীয় পরিষদ একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন যে, আইন প্রণয়নে বিলম্ব হলে দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হতে পারে।

বিশেষ কমিটি ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম বৈঠক করলেও, বিচার সংস্কার সংক্রান্ত অন্য একটি বিল নিয়ে দলগুলির মধ্যে সংঘাতের জেরে তা স্থগিত হয়ে যায়। আগামী মঙ্গলবার বিল নিয়ে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে এবং ৫ মার্চ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিলটি পাস করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ কমিটি ৯ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

২০১৪ সালের মানহানি মামলায় ভিওয়ান্ডি আদালতে হাজির রাহুল গান্ধী, নতুন বন্ডে স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০১৪ সালের এক মানহানি মামলার প্রেক্ষিতে শনিবার মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডি আদালতে হাজির হন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। পূর্ববর্তী জামিনদারের মৃত্যু হওয়ায় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে নতুন করে বন্ডে স্বাক্ষর ও নতুন জামিনদার পেশ করতে হয়। তাঁর আইনজীবী নারায়ণ আইয়ার জানান, রাহুল গান্ধীর আগের জামিনদার শিবরাজ পাটিলের মৃত্যু হওয়ার পর আদালত নতুন জামিনদার দাখিলের নির্দেশ দেয়। সেই কারণেই শনিবার তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। ২০১৪ সালের এই মানহানি মামলা বর্তমানে সাক্ষ্যগ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, মামলার অভিযোগকারী রাজেশ, যিনি প্রধান সাক্ষী, ইতিমধ্যেই জেরা সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় সাক্ষী অশোক সাইকর, যিনি তৎকালীন ব্যক্তিগত অভিযোগের তদন্ত করেছিলেন, তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণও হয়েছে। তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারায় তাঁর জেরা এখনও বাকি রয়েছে। আইয়ার স্পষ্ট করেন, শনিবারের শুনানিতে মূলত নতুন জামিনদার গ্রহণ এবং বন্ড সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়; এদিন কোনও জেরা হওয়ার কথা নয়। এর আগে শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের এমপি/এমএলএ আদালতেও পৃথক এক মানহানি মামলায় হাজিরা দেন রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে তাঁর মন্তব্যের জেরে ওই মামলা দায়ের হয়েছিল। রাহুল গান্ধী দাবি করেন, রাজনৈতিক বিদ্বেষ থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তিনি সুলতানপুর আদালত থেকে ফিরে যান। ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে ৯ মার্চ।

লেবাননে ইজরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর তিন কমান্ডারসহ নিহত ১১, আহত ৩৫

বেইরুট, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পূর্ব লেবাননে ইজরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর তিন কমান্ডারসহ মোট ১১ জন নিহত এবং অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার একাধিক বিমান হামলার ঘটনায় এই হতাহতের খবর জানিয়েছে লেবাননের সরকারি ও নিরাপত্তা সূত্র।

লেবাননের সরকারি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএনএ) জানায়, পূর্ব লেবাননের রিয়াক এলাকায় একটি ভবনে বিমান হামলায় প্রাথমিকভাবে ১০ জনের বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় এবং ৩০ জনের বেশি আহত হন। পরে লেবাননের সিভিল ডিফেন্স সূত্র জানায়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১-তে পৌঁছেছে এবং ৩৫ জন আহত হয়েছেন। নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে হিজবুল্লাহর তিন কমান্ডারহুসেইন মোহাম্মদ ইয়াগি, আলি জেইদ আল-মুসাউই এবং মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল-মুসাউই রয়েছেন। এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ কমান্ডার হুসেইন মোহাম্মদ ইয়াগির মৃত্যুকে "লেবানন ও তার জনগণের প্রতিরক্ষায় শহিদ হওয়া" বলে উল্লেখ করেছে।

লেবাননের নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান পূর্ব লেবাননের বিভিন্ন এলাকায়, যার মধ্যে হিজবুল্লাহর অবস্থানও রয়েছে, মোট ছয়টি বিমান হামলা চালায়।

২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে হিজবুল্লাহ ও ইজরায়েলের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর রয়েছে। তবে চলতি মাসের ১৬ ফেব্রুয়ারি হিজবুল্লাহ নেতা নাইম কাসেম সতর্ক করে বলেন, উত্তেজনা বাড়লে ইজরায়েলকে "বেদনাদায়ক" জবাবের মুখে পড়তে হবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ইজরায়েলের সামরিক অভিযানে প্রত্যক্ষ সমর্থন দেওয়ার অভিযোগও তোলেন।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা সংঘাত শুরুর পর থেকেই লেবানন-ইজরায়েল সীমান্তে হিজবুল্লাহ ও ইজরায়েলি বাহিনীর মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক এই বিমান হামলা যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ইন্ডিয়া এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ ঘিরে তীব্র কটাক্ষ 'লস্কর-এ-রাহুল' মন্তব্য বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যুব কংগ্রেস কর্মীদের শার্টবিহীন বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-কে কটাক্ষ করল বিজেপি। শনিবার বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী তাঁকে 'লস্কর-এ-রাহুল' বলে উল্লেখ করে বলেন, দেশ এই ঘটনা কখনও ভুলবে না।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ত্রিবেদী বলেন, "এআই সামিটে একদিকে আমরা ভারতের প্রতিভা ও মেধার অনন্য প্রদর্শন দেখেছি। অন্যদিকে কংগ্রেসের ক্ষুদ্রতা ও অশালীনতার লজ্জাজনক চিত্রও প্রত্যক্ষ করেছি। কংগ্রেস যা করেছে, তা রাজনীতি নয়এটিকে শুধু নেতিবাচক রাজনীতি বলেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না।"

তিনি আরও বলেন, "এটি দেশের বিরুদ্ধে প্রায় রাষ্ট্রদ্রোহের সামিল। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সময় এ ধরনের নিম্নমানের বিক্ষোভ এর আগে কখনও দেখা যায়নি, এমনকি কংগ্রেস সরকারের আমলেও নয়। দেশের মানুষ এই অপমানজনক আচরণ ক্ষমা করবে না।"

ত্রিবেদীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে যখন দেশ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তুলে ধরছে, তখন এ ধরনের ঘটনা ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। "আগে রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করতেন। এখন 'লস্কর-এ-রাহুল'-এর তথাকথিত সৈনিকরা বিশ্বনেতাদের সামনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে," বলেন তিনি।

এদিকে, যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভের প্রতিবাদে শনিবার দিল্লিতে কংগ্রেসের দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি নেতা বীরেন্দ্র সচদেবা শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মান সিং রোড রাউন্ডঅ্যাবাউট থেকে ২৪ আকবর রোডে কংগ্রেস কার্যালয় পর্যন্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন এবং সামিটে যুব কংগ্রেসের 'হুলিগানিজম'-এর প্রতিবাদ জানাবেন।

স্মার্টসিটির কাজের জন্য শহরে বাতাসের মাধ্যমে প্রচন্ড ধূলোবালি উড়ছে। তাই ডিওয়াইএফআই'র তরফে পথচলতি মানুষদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL1.pmd 2
22-02-2026, 00:08

বইমেলায় বুলবুল

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, বইয়ের থেকে ভালো কোন জিনিসই পৃথিবীতে নেই। এপিজে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, ‘একটি ভালো বই একশত ভালো বন্ধুর সমান’। যতই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো সমাজ গতিশীল হোক না কেন বইয়ের বিকল্প উন্নতমানের বই। যা হাতে নিয়ে এক অপূর্ব গন্ধে পাঠকের মনে অনন্য অনুভূতি জন্মায়। সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম তার বুলবুল বইয়ের একদিকে যেমন বিভিন্ন অনুগল্প, বক্তৃতা, প্রবন্ধ তুলে ধরেছেন ঠিক সেরকমই কবিতাও প্রকাশ করেছেন। সুকান্ত সরকারের ‘দেবকিশোরের জিজ্ঞাসা’ অনুগল্পে দেখা যায়,পঞ্চান্ন বছরের দেবকিশোর সংবাদপত্রে ‘‘আমার সন্তানের মা হতে আগ্রহীকে আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, অর্থের অধিকার লিখে দেব’’। বিজ্ঞাপনটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ঘন্টা কয়েকের মধ্যে দেবকিশোর জানলার বাইরের নজর ফেলে খেয়াল করে তার নিরানন্দ ভিলার বারান্দা থেকে সম্মুখে প্রশস্ত পথে অসংখ্য উচ্চ থেকে অতি সাধারণ ঘরের মহিলারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সুজিৎ কুমার রায়ের ‘ভারতের আঞ্চলিক ভাষা’ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, ‘ভারতের শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছে বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, উর্দু, কানাড়ি, গুজরাটি, কাশ্মীরি, মারাঠি, মালায়াম, পাঞ্জাবি, সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু ও ওড়িয়া’। ববিতা দাস-এর “মা” কবিতায় লেখক বলেছেন, ‘মা শব্দটি ছোট- তাকে বিশ্লেষণ করলে হয়ে যায় মানে অনেক বড়’। বইটির মন ছুঁয়ে যাওয়া সম্পাদকীয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, মতামত, গল্প, কবিতাগুলি পাঠকদের উদ্দেশ্যে বহু অজানা তথ্য তুলে ধরে। সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বুলবুল প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ১০০ টাকা।

এ বছর রমজান আলাদা অনুভূতির জানালেন দেবলীনা ভট্টাচার্য

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। টেলিভিশন অভিনেত্রী দেবলীনা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এ বছরের রমজান তাঁর কাছে বিশেষভাবে আলাদা, আরও বেশি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং একসঙ্গে থাকার আনন্দে ভরপুর। অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে তাঁর জিম ট্রেনার ও স্বামী শানওয়াজ শেখ এবং তাঁদের আদরের পুত্র জয়-কে নিয়ে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবির ক্যাপশনে দেবলীনা লেখেন, এই রমজানটা আলাদা অনুভূতির আরও কৃতজ্ঞতা, আরও ভালোবাসা, আরও একসঙ্গে থাকা।

২০২২ সালে শানওয়াজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দেবলীনা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দম্পতির প্রথম সন্তান, এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইনস্টাগ্রামে সন্তানের নাম ‘জয়’ ঘোষণা করে তাঁরা তাঁকে তাঁদের ‘খুশির পুঁটলি’ বলে উল্লেখ করেন। মুম্বাইয়ে গয়না ডিজাইনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন দেবলীনা। নাচের রিয়েলিটি শো ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স-২-এর অডিশনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে প্রথম নজরে আসেন তিনি। ২০১১ সালে সাওয়ারে সবকে স্বপ্নে প্রীতো ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে সাথ নিভানা সাথিয়া ধারাবাহিকে গোপী আহেম মোদীর চরিত্রে গিয়া মানেকের পরিবর্তে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন দেবলীনা। ২০১৪ ও ২০১৬ সালে ধারাবাহিকটির ঘনঘন টাইম লিপের কারণে শো ছাড়ার কথা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ বছর তিনি চরিত্রটি পালন করেন। ২০১৩ সালে শুটিং সেটে আঘাত পেয়ে তাঁর মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারও হয়।

এরপর তিনি বিগ বস ১৩-এ সেলিব্রিটি প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নেন। তবে ২০১৯ সালের নভেম্বরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শো থেকে সরে দাঁড়ান।

২০২০ সালের আগস্টে ঘোষণা হয়, ‘সাথ নিভানা সাথিয়া ২’-এ আবারও গোপী মোদীর ভূমিকায় ফিরবেন দেবলীনা। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ছাঠি মাইয়া কি বিটিয়া ধারাবাহিকে ছটী মাইয়ার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেও, একই বছরের অক্টোবর মাসে গর্ভাবস্থার কারণে শোটি ছাড়েন।

গত ডিসেম্বরে স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের তিন বছর পূর্তি উদযাপন করেন দেবলীনা। বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি লেখেন, আজ পোস্ট করার সময়ই পাইনি আর এটাই বোধহয় পরিবার, পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বাস্তবতা। জীবন এগিয়ে চলে, আর ভালোবাসা নীরবে পাশে থাকে।

তিনি আরও যোগ করেন, আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকীআমার জীবনের সবচেয়ে স্নেহশীল, যত্নশীল ও সহায়ক স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃত একটি দিন। প্রতিদিন আমি আমার ভাগ্য এবং মহাদেবকে ধন্যবাদ জানাই, শান আমার জীবনে থাকার জন্য। দেবলীনা জানান, মাতৃত্ব-পরবর্তী সময় থেকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর স্বামী ধৈর্য, শক্তি ও নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে পাশে থেকেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার কল্পনার জীবনএকজন স্ত্রী, মা ও নারী হিসেবে বাস্তব, সম্ভব এবং সুন্দর বলে মনে হয়। তিন বছর পেরিয়েও আমার হৃদয় ভরা। কথায় প্রকাশের চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমায়, এভাবেই বিশেষ পোস্টের ইতি টানেন তিনি।

দুই বছরের দাম্পত্যে আবেগঘন বার্তা: ‘তুমি আমার সব স্বপ্নের চেয়েও বেশি’ জ্যাকিকে লিখলেন রাকুল প্রীত সিং

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। দাম্পত্য জীবনের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বামী জ্যাকি ভাগনানি-এর প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। আবেগঘন পোস্টে তিনি লিখেছেন, জ্যাকি তাঁর সব স্বপ্নের চেয়েও বেশি।

ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও মন্টাজ শেয়ার করেন রাকুল, যেখানে বিয়ের দিন থেকে শুরু করে একসঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, আমার জীবনের ভালোবাসাকে দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা! তুমি আমার কল্পনার সবকিছুর চেয়েও বেশি। তোমার সঙ্গে থাকলে বাড়ির মতো লাগে তুমি আমার স্বস্তি, আমার সেরা বন্ধু এবং সবচেয়ে কোমল মানুষ, যাকে আমি চিনি।

তিনি আরও যোগ করেন, তুমি জীবনের প্রতি যে নিষ্ঠা ও আবেগ নিয়ে এগিয়ে চলো, তা আমাকে গর্বিত করে। তোমার দয়া ও শক্তি প্রতিদিন আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমার জীবনকে হাসি, ভালোবাসা আর অভিযানে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সামনে আরও বহু বছর একসঙ্গে সুন্দর স্মৃতি তৈরি হোক। ভাষায় প্রকাশের বাইরে তোমাকে ভালোবাসি! উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাকুল ও জ্যাকি। ২০২১ সালেই তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনেন।

কাজের ক্ষেত্রে, রাকুলকে সম্প্রতি দেখা গেছে দে দে প্যার দে ২ ছবিতে, যেখানে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগন, আর. মাধবন এবং গৌতমী কাপুর। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত পতি পত্নী অর ওহ দো ছবির শুটিংয়ে, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান এবং ওয়ামিকা গাব্বি। পরিচালক মুদাস্সর আজিজ-এর পরিচালনায় নির্মিত ছবিটি ১৫ মে মুক্তির কথা রয়েছে। এছাড়া, নিজের ছবি মেরে হাসবেন্ড কি বিবি-র এক বছর পূর্তিও উদযাপন করেছেন রাকুল। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন ভূমি পেডনেকর এবং অর্জুন কাপুর। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, এক বছর পূর্ণ হল এমন একটি ছবির, যা শুধু বিনোদন নয়, অসংখ্য স্মৃতি আর আজীবনের বন্ধু উপহার দিয়েছে। ছবির গল্পে দেখা যায়, অঙ্কুর নামের এক বিবাহবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কলেজ জীবনের প্রেম অন্তরার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভালোবাসার সুযোগ পায়। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে, যখন তার স্মৃতিভ্রষ্ট প্রাক্তন স্ত্রী ফিরে আসে।

রণবীর সিংহকে হুমকি: ভয়েস নোট প্রেরক ‘হ্যারি বক্সার’-এর বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংহ-কে প্রাণনাশের হুমকি ও ২০ কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে লরেন্স বিশ্নোই গ্যাংয়ের এক সদস্যের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করেছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-এক্সটরশন সেল এবং অভিনেতার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রণবীর সিংহের ম্যানেজারের কাছে একটি ভয়েস নোট পাঠানো হয়, যেখানে প্রেরক নিজেকে হরিচন্দ্র ওরফে ‘হ্যারি বক্সার’ বলে পরিচয় দেয়। ভয়েস নোটে ২০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয় এবং টাকা না দিলে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়। মুম্বাই পুলিশ ভয়েস নোটটি যাচাইয়ের জন্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পুলিশকে পাঠায়। সেখানকার কর্তৃপক্ষ জানায়, ভয়েস নোটে শোনা কণ্ঠস্বর হরিচন্দ্র ওরফে হ্যারি বক্সারের সঙ্গেই মিলে যায়। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়।

রণবীর সিংহের ম্যানেজার বিজয় সুব্রহ্মণ্যমের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মুম্বই সাইবার পুলিশ হ্যারি বক্সারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। তদন্তে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-এক্সটরশন সেলও যুক্ত হয়েছে। পুলিশের দাবি, আন্তর্জাতিক একটি নম্বর (৩৪০) থেকে ম্যানেজারের ফোনে কল আসে। ওই নম্বরটি ভার্জিন আইল্যান্ডসের কান্ট্রি কোড বলে মনে করা হচ্ছে। কলের মাধ্যমে টাকা দাবি এবং হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। হুমকির পর রণবীর সিংহের বাড়ির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, শুটিংয়ের কাজে যাতায়াতের সময় সতর্ক থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে অভিনেতাকে। ভয়েস নোটে ‘বক্সার’ দীর্ঘ বার্তা দিয়ে দাবি করে, তার শর্ত না মানলে পরবর্তী সাত প্রজন্ম পর্যন্ত ফল ভোগ করতে হবে। সেখানে আরও বলা হয়, রণবীর সিংহ, আপনি আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়েছেন। হয় সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন, না হলে আমরা শাস্তি কী হয় তা দেখিয়ে দেব। ভয়েস নোটে আরও দাবি করা হয়, রোহিত শেঠি এবং আপনি লাইনে আসুন পুরো বলিউডকেও বলছি আজ পর্তুগালে যে গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছে, ‘মারিনা গ্র্যান্ড’ এবং সুখদেবের দোকানে গুলির দায় আমি এবং আমার ভাইয়েরা নিচ্ছি।

উল্লেখ্য, বিশ্নোই গ্যাং সদস্যদের বিরুদ্ধে এটি দ্বিতীয় এফআইআর।

এর আগে ১ ফেব্রুয়ারি, মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় রোহিত শেঠি-র বাসভবনের বাইরে গুলিচালনার ঘটনা ঘটে। তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে অভিযুক্ত শুটার দীপক শর্মাও রয়েছে। অভিযোগ, শুভম লোনকার গোষ্ঠীর নির্দেশে সে গুলি চালায়। ঘটনাকে ঘিরে বলিউড মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।

মায়ের ৩৫তম প্রয়াণবার্ষিকীতে স্মরণে নূতন-কে আবেগঘন শ্রদ্ধা মোহনিশ বেহল-এর

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। কিংবদন্তি অভিনেত্রী নূতন-এর ৩৫তম প্রয়াণবার্ষিকীতে তাঁকে আবেগভরে স্মরণ করলেন তাঁর পুত্র অভিনেতা মোহনিশ বেহল। ইনস্টাগ্রামে নূতনের একটি সাদাকালো ছবি শেয়ার করেন মোহনিশ। ক্যাপশনে তিনি শুধু লাল হৃদয় ও প্রণামের ইমোজি ব্যবহার করে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। স্বাভাবিক অভিনয়শৈলী এবং সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে থাকা নারীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নূতন বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিলেন। চার দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় ১০০টির কাছাকাছি ছবিতে অভিনয় করেছেন নূতন। ১৪ বছর বয়সে ১৯৫০ সালে মায়ের পরিচালনায় নির্মিত হামারি বেটি ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয়ে অভিষেক হয়। শহুরে প্রেমকাহিনি থেকে সমাজবাস্তবধর্মী নাটকবিভিন্ন ধারার ছবিতে তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে সুজাতা, বন্দিনী, মিলন, ম্যায় তুলসী তেরে আঙ্গন কি, আনারি, ছালিয়া, তেরে ঘর কে সামনে, খানদান, সরস্বতীচন্দ্র, অনুরাগ এবং সওদাগর। ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইনসানিয়াত ছবিতে তাঁকে মরণোত্তরভাবে শেষবার দেখা যায়। ১৯৫৯ সালে নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-কম্যান্ডার রজনীশ বেহলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নূতন। ১৯৯১ সালে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রয়াণ হয়।

অন্যদিকে, মোহনিশ বেহল সহ-অভিনেতা হিসেবে Bekaraar ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন, যেখানে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন পদ্মিনী কোলহাপুরে ও সঞ্জয় দত্ত। পরে তিনি অভিনয় করেন তেরি বাহোঁ মে ছবিতে, যা ছিল হলিউডের দ্য ব্লু লাগুন-এর রিমেক। প্রধান চরিত্রে তাঁর একমাত্র বড় বাণিজ্যিক সাফল্য আসে পুরাণ মন্দির ছবিতে। এছাড়া হাম আপকে হ্যায় কৌন..! ও হাম সাথ-সাথ হ্যায়-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ১০০-রও বেশি ছবি। মোহনিশের কন্যা প্রনূতন বেহল ২০১৯ সালে নোটবুক ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তাঁকে দেখা গেছে হেলমেট ও অমর প্রেম কি প্রেম কাহানি ছবিতে।

রমজানে ‘স্বাস্থ্যকর ও সুষম’ খাদ্যাভ্যাসের আহ্বান হিনা খানের

মুম্বাই, ২০ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী হিনা খান পবিত্র রমজান মাসে সকলকে ‘স্বাস্থ্যকর ও সুষম’ খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত খাবার, বিশেষত ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

‘ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলাতা হ্যায়’ খ্যাত এই অভিনেত্রী তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ইফতারের সময় অতিরিক্ত খাওয়া খুব সাধারণ একটি অভ্যাস। দীর্ঘ সময় রোজা রাখার পর শরীর দ্রুত শক্তির চাহিদা অনুভব করে। ফলে অনেকেই ভারী, ভাজা ও মিষ্টি খাবার বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেন, যা শেষ পর্যন্ত ওজন বৃদ্ধি, হজমের সমস্যা এবং ক্লান্তির কারণ হতে পারে।”

হিনা পরামর্শ দেন, এই পবিত্র মাসে বুঝেশুনে খাওয়া উচিত। রোজা ধীরে ধীরে ভাঙা, খাবার ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া এবং মাঝেমধ্যে বিরতি নেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি পর্যাপ্ত পানি পান করার ওপর জোর দেন।

তিনি আরও লেখেন, এসব সাংস্কৃতিক অভ্যাসে অতিরিক্ত না জড়িয়ে সচেতনভাবে খান। ধীরে ধীরে রোজা ভাঙুন, ভালো করে চিবিয়ে খান, মাঝে বিরতি নিন এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হাইড্রেটেড থাকুন। খাদ্যতালিকায় ফাইবার ও প্রোটিনকে প্রাধান্য দিন। মাঝে মাঝে ভারী খাবার খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা অভ্যাসে পরিণত করবেন না। পোস্টের শেষে তিনি সবার উদ্দেশে বার্তা দেন, খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর ও সুষম রাখুন। হঠাৎ করে শরীরকে চাপে ফেলবেন না।

এর আগে, রমজানে রোজা রেখে কীভাবে শরীরচর্চা চালিয়ে যেতে হয়, সে সম্পর্কেও একটি পরামর্শ শেয়ার করেন হিনা। জিম থেকে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি জানান, রোজার সময় ব্যায়াম করলে ধীরে ও হালকা ভাবে করা উচিত, যাতে অতিরিক্ত তৃষ্ণা না লাগে। তবে দীর্ঘমেয়াদি ফল পেতে নিয়মিততা বজায় রাখাও জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ওই পোস্টে লেখা ছিল, রমজানে ওয়ার্কআউট ধীরে ও সহজভাবে করুন, যাতে তৃষ্ণা না পায়... কিন্তু চলাফেরা বন্ধ করবেন না।

বিবাহবার্ষিকীতে আবেগঘন বার্তা: ‘আমার মেরুদণ্ড’ রাখুলকে ধন্যবাদ জানালেন জ্যাকি ভাগনানি

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। বিবাহের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে স্ত্রী অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং-এর উদ্দেশে আবেগঘন বার্তা শেয়ার করলেন অভিনেতা-প্রযোজক জ্যাকি ভাগনানি। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন জ্যাকি, যেখানে তাঁদের বিয়ের বিশেষ মুহূর্ত, একসঙ্গে কাটানো ছুটির দিন এবং নানা স্মৃতি ধরা পড়েছে। পোস্টে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লেখেন, কথায় কখনও বোঝানো যাবে না রাকুল তাঁর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জ্যাকি লেখেন, আমি তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হয়তো কখনও পুরোপুরি বোঝাতে পারব না তুমি আমার কাছে কী অর্থ বহন করো। তবে আজ শুধু ধন্যবাদ জানাতে চাইআমার জীবনে থাকার জন্য, আমার স্থির ভরসা হয়ে থাকার জন্য, আমার হওয়ার জন্য।

গত দুই বছরকে তিনি “দুই ক্ষণস্থায়ী সেকেন্ড”-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, শুভ দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী, আমার ভালোবাসা। তোমার সঙ্গে এই দুই সুন্দর বছর যেন দু’টি ক্ষণিক সেকেন্ডের মতো কেটে গেল কারণ তোমার পাশে থাকলে সময় যেন থমকে দাঁড়ায়।

তিনি আরও লেখেন, চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে আসার থেকেও বেশি ভালোবাসি তোমায়। তুমি হয়তো বুঝতেও পারো না, তোমার কাছ থেকে আমি কত কিছু শিখেছি। রাকুলকে নিজের ‘মেরুদণ্ড’ ও অন্ধকার আকাশে আলোর তারকা বলে উল্লেখ করে জ্যাকি যোগ করেন, আমি যখন দুর্বল বোধ করি, তুমি আমার শক্তি। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাই, তুমি আমার মেরুদণ্ড। আর আমার অন্ধকার আকাশে নরম আলো জ্বালানো সেই তারকা তুমি।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন জ্যাকি ও রাকুল। ২০২১ সালেই তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেন।

কাজের ক্ষেত্রে, রাকুলকে সম্প্রতি দেখা গেছে দে দে প্যার দে ২ ছবিতে, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন অজয় দেবগন, আর. মাধবন ও গৌতমী কাপুর। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন পতি পত্নী অর ওহ দো ছবির শুটিংয়ে, যেখানে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান এবং ওয়ামিকা গাব্বি। পরিচালক মুদাস্সর আজিজ-এর পরিচালনায় নির্মিত ছবিটি ১৫ মে মুক্তির কথা রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যাকি ২০০৯ সালে কাল কিসনে দেখা ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি অভিনয় করেন ফালতু, আজাব গাজ্জাব ভালোবাসা, রঙরেজ, ইয়ংগিস্তান এবং ওয়েলকাম তো করাচি-এ।

২০১৬ সালে বোন দীপশিখা দেশমুখের সঙ্গে সর্বজিত প্রযোজনা করেন তিনি, যা তৈরি হয় পূজা এন্টারটেইনমেন্ট ব্যানারে। বড় পর্দায় শেষবার তাঁকে দেখা গেছে ২০১৮ সালের মিত্রণ ছবিতে, যা পরিচালনা করেন নিতিন কাক্কার। এটি ২০১৬ সালের তেলুগু ছবি পেলি চুপুলু-র অফিসিয়াল রিমেক।

তদন্তের চাপে ভেঙে পড়া ‘একিউসড’-এ নিজের চরিত্র নিয়ে মুখ খুললেন কঙ্কনা সেন শর্মা

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। নির্মাতারা শনিবার প্রকাশ করলেন মনস্তাত্ত্বিক নাটক ‘একিউসড’-এর ট্রেলার। ছবিতে মুখ্য চরিত্র ডা. গীতিকা সেনের ভূমিকায় অভিনয় করা কঙ্কনা সেন শর্মা জানিয়েছেন, তদন্তের চাপে তাঁর চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ভেঙে পড়াই তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে।

ট্রেলারে দেখা যায়, খ্যাতনামা ও সম্মানিত সার্জন এবং গাইনোকোলজিস্ট ডা. গীতিকা সেনের জীবন আচমকাই ওলটপালট হয়ে যায়, যখন কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ ওঠে। তদন্ত যত তীব্র হয় এবং জনমত যত সরব হতে থাকে, ততই সেই চাপ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষত তাঁর সঙ্গী ডা. মীরার সঙ্গে সম্পর্কে। নীরব উত্তেজনা ও আবেগঘন সংযমের আবহে তৈরি এই ছবি চটকদার উপস্থাপন এড়িয়ে দ্ব্যর্থতার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেলার প্রসঙ্গে কঙ্কনা বলেন, গীতিকা এমন একজন নারী, যিনি নিজের কাজ, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত পরিসরের উপর নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত। কিন্তু তদন্তের চাপে তাঁর ভেতরের ভেঙে পড়াটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অনুভূতি কাশ্যপ এবং প্রযোজনা করেছে ধর্মা প্রোডাকশনস। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন প্রতিভা রান্তা। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাবে। ডা. মীরার চরিত্রে অভিনয় করা প্রতিভা রান্তা বলেন, মীরার চরিত্রে অভিনয় মানে ছিল সেই জটিল মানসিক অবস্থায় বাস করা, যেখানে আপনি বিশ্বাস করতে চান, কিন্তু আপনার মন নিশ্চিত নয়। পরিচালক অনুভূতি কাশ্যপ ট্রেলার সম্পর্কে বলেন, একিউসড-এ আমি খুঁজতে চেয়েছি, যখন আমরা স্পষ্টতা পাই না, তখন কী ঘটে। ট্রেলার সেই আবেগঘন স্থিরতা ও অস্বস্তিপ্রতিফলন, যা পুরো ছবিজুড়েরয়েছে। ছবিটি ভারতীয় সিনেমায় সচরাচর অনাবিষ্কৃত একটি দৃষ্টিভঙ্গি অভিযুক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বলে। সংযত অভিনয় ও মিতব্যয়ী পরিচালনায় ক্ষমতা, ভঙ্গুরতা, পক্ষপাত এবং মানসিক টিকে থাকার মতো বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। একিউসড ২৭ ফেব্রুয়ারি নেটফ্লিক্স-এ প্রিমিয়ার হবে।

শনিবার স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ আয়োজিত উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা ও সংবর্ধনা সভার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টায় অশান্ত উত্তর-পূর্বে ফিরেছে শান্তি: অসমে অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): একসময় অশান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত উত্তর-পূর্ব ভারত এখন শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথেকেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ৮৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সিআরপিএফ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা ঐতিহাসিক ও অতুলনীয়। গত কয়েক দশকে এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রায় ৭০০ জন সিআরপিএফ জওয়ান আত্মবলিদান দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শাহ বলেন, "একসময় উত্তর-পূর্ব মানেই ছিল অশান্তি, সহিংসতা ও অস্থিরতা। আজ সেই চিত্র বদলেছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী, বিশেষ করে সিআরপিএফের সাহস ও আত্মত্যাগের ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, সিআরপিএফের ৮৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান অসমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা উত্তর-পূর্বের পরিবর্তন ও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাঠামোয় এই অঞ্চলের বাড়তে থাকা গুরুত্বকে তুলে ধরে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, বিজেপি সরকার দেশের অন্যান্য সংঘাতপ্রবণ এলাকাতেও শান্তি ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, দৃঢ় নীতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ফলে সেখানে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। একইভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে মাওবাদী কার্যকলাপও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারের জোরালো উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শাহ বলেন, দেশের সীমান্তকে অক্ষত, শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত রাখতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে। বিশেষ করে সীমান্ত ও স্পর্শকাতর অঞ্চলে উন্নয়ন ও নিরাপত্তাদু'টিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং অঞ্চলটি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্র দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।অনুষ্ঠানে শহিদ সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য জাতি চিরকাল ঋণী থাকবে।

নাম পরিবর্তন

আমি **Trisha Ghosh (Debnath) W/o Somen Debnath,** এল.এন.বাড়ি রোড, বনমালিপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯০০১ এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম **Trisha Ghosh (Debnath)** থেকে **Trisha Ghosh** পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি সর্বতোভাবে **Trisha Ghosh** নামে পরিচিত থাকব। হলফনামা নং IN-TR 27537497350139W এর মাধ্যমে, ০২/মে/২০২৪ তারিখে আগরতলায় নোটারি পাবলিকের সামনে এই মর্মে আমার স্বামী Somen Debnath শপথ গ্রহণ করেছেন। **Trisha Ghosh** এবং **Trisha Ghosh (Debnath)** উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

2ND CLAIMENT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU, Pecharthal the Offence Report No.12/FPU-PTL/2023-24 dated, 06/10/2023 and vide his office letter No.F.03/FPU-PTL/2023-24/454-55 dated, 02/03/2024 that on 06/10/2023 at about 01:00 AM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-02A-1700, Chassis No.Nil, Engine No. Nil from Jamini Para under Pecharthal Range with loaded over 1.717 cum Teak Sawn Timber without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU, Pecharthal has checked and seized the said vehicle registration No.TR-02A-1700, Chassis No.Nil, Engine No. Nil from Jamini Para and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No. F. 7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-02A-1700, Chassis No.Nil, Engine No. Nil from Jamini Para under Pecharthal Range for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41, 42 & 51, 52(A) & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the legal owner(s) of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kumarghat) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner(s) or his's her's/ their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period to the undersigned, the decision regarding confiscation of the seized vehicle alongwith seized forest produces shall be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal.

Issued under my Seal & Signature this day on 20/02/2026.

ICA/D-2025/26

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer
SDFO, Kumarghat

NOTICE

Authorized Officer [O/o the SDFO, Kumarghat] issued 4th /Final Claimant Notice Vide No.F.10-2/OR/Seized Veh/SDFO/KGT/TR-01AC-0514/13233-75 Dated, 21/02/2026 on seized vehicle bearing registration No.TR-01AC-0514, Chassis No.Nil, Engine No.Nil (TATA INDICA) with loaded illegal teak sawn timber over 0.253 cum for departmentally For further details see the website:- adjudication. www.forest.tripura.gov.in and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
Authorized Officer
[O/o the SDFO, Kumarghat]

ICA/D-2030/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/102/2025-26 dated: 19/02/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking /Enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/ CPWD/MES / Railway having valid electrical contracot license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time Completion
1	DNIT No:EE-IED/AGT/153/20252-26	182,083.00	3,642.00	30(Thirty) days
2	DNIT No:EE-IED/AGT/154/20252-26	889,284.00	17,786.00	90(Ninety) days
3	DNIT No:EE-IED/AGT/155/20252-26	395,460.00	7,909.00	365(Three Six Five) Days
4	DNIT No:EE-IED/AGT/156/20252-26	967,988.00	19,360.00	90(Ninety) days
5	DNIT No:EE-IED/AGT/144/20252-26	523,518.00	10,470.00	90(Ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 25/02/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 25/02/2026 if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact:700528548

ICA/C-4449/26

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender are invited from the owner/firm of vehicle for the office of the Chief Judicial Magistrate, West Tripura, Agartala for hiring 01(one) Maruti having valid commercial registration, for a period of 01(one) year. Interested Owner/Firm can download the tender documents from https:/westtripura.dcourts.gov.in or may collect from the office of the Chief Judicial Magistrate, West Tripura, Agartala during 10 A.M. to 5.30 P.M. on any working day.
The tenders shall be received from 24.02.2026 to 28.02.2026 and last date for submission of tender is upto 3 P.M. of 28.02.2026. The tender shall be opened on 03.03.2026 at 4.P.M in the office chamber of the under signed.

Saikat Das
Chief Judicial Magistrate
West Tripura, Agartala
(Head of Office)

ICA/C-4444/26

MEMORANDUM

A request for proposal is hereby invited from the retail medicine shops for supplying medicine as per the following terms and condition for the financial year 2026-2027
1. Requirement of medicine shall be supplied items wise through challan copy on retail price.
Percentage regarding rate of discount on MRP must be quoted and supplier may be selected from higher discount holder.
3. Medicine shall be supplied as per prescription and sick register of medicine as prescribed by Medical officer of Dharmanagar Distinct Hospital, North Tripura/Other referral Hospital/Visiting MO of District Hospital, Dharmanagar, North Tripura time to time on production along with proper authentication by Jailor/Sub-Jailor/Pharmacist of Dharmanagar Sub-Jail.
4 Supply be ensured 24X7 Hrs coverage.
5. Mode of payment will be on bill basis & payment will be made subject to availability of funds.
6. Bill should be submitted within first week of every month.
7. No substitute/alternative medicine without knowledge of Medical officer will be entertained.
8. Valid retail Drug License in the form of (a) general (b) narcotic should be submitted from the competent
authority as per Drug & Cosmetic act 1940.
9. Quotation will be submitted in sealed packet in the office of the undersigned during office hours till 15 days
after publication of this news excluding holiday.
10. Submission of Quotation w.e.f. 13/02/2026 to 05/03/2026 at 04.30 PM positively.
11. Time & date of opening of quotation will be 04.30 PM on 05/03/2026 at the Chamber of the
Sub-Divisional Magistrate, Dharmanagar Sub-Division.
12. Earnest money of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only) have to be deposited in the form of Demand Draft from any Schedule Nationalized Bank drawn in favour of the Superintendent, Dharmanagar Sub-Jail, North Tripura payable at Dharmanagar. That will be covered as security deposit in respect of successful tendered. If performance of successful tendered is found of un- satisfactory then the above security deposited will be forfeited by the Superintendent, Dharmanagar Sub-Jail

Yours faithfully.
Superintendent
Dharmanagar Sub-Jail
North Tripura

ICA/C-4460/26

NOTICE INVITING TENDER NO:- 02/AE/IES-I/2025-26 Dated-19/02/2026

Sl No.	Name of Work	Estimate Cost	Earnest Money	Time Completion
1	Providing Annual maintenance of two (02) nos.10 KVA UPS systems installed at Tripura Judicial Academy, Narsingargh. DNITNO:-AE/IES-I/01/2025-2026	53,602.00	536.00	365(Three Six Five) Days

Last date of application for tender form 26/02/2026 up to 4.00 PM.
Date of receipt of tender form 02/03/2026 up to 3.00 PM
All other details are available in the office of the undersigned.

(ER- TRIDIV NATH)
Sub-Divisional Officer
Internal Electrification Sub-Division No. I
Agartala, Tripura (W)

ICA/C-4455/26

ডিএ সঙ্কট তীব্র, আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ে নামছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠনগুলি

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সমহারে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদান ও ২০০৮ সাল থেকে বকেয়া পরিশোধের দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আন্দোলনের পথে হাঁটছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠন। শাসকদল ঘনিষ্ঠ সংগঠন বাদে বাকি সংগঠনগুলি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্দোলনের একদিকে থাকছে আইনি লড়াই, অন্যদিকে রাজপথে বিক্ষোভ ও মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র কালীঘাটের বাসভবনের নিকটেও বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে।'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ', রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক ছাতার তলায় আনা সংগঠন, ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট-এ আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগ, চলতি মাসের শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে এবং যেকোনও অবস্থায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে পরিশোধের পদক্ষেপ নেয়নি।একই সঙ্গে যৌথ মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সিপিআই(এম) ঘনিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ কো-অর্ডিনেশন কমিটি ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ধর্মতলা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছে।কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার পরও রাজ্য সরকার নানা অজুহাতে তা কার্যকর করতে দেরি করছে। তাই আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

নিরাপত্তা পরিষদে তৃতীয় শ্রেণির সদস্যপদ প্রস্তাব খারিজ ভারতের, সংস্কার বিলম্বের কৌশল বলে দাবি

জাতিসংঘ, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি ও পুনর্নির্বাচনযোগ্য একটি তৃতীয় শ্রেণির সদস্যপদের প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করল ভারত। এই প্রস্তাবকে সংস্কার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কৌশল বলে অভিহিত করেছে নয়াদিল্লি।

শুক্রবার আন্তঃসরকারি আলোচনার (আইজিএন) বৈঠকে ভারতের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি পরিকল্পনা প্যাটেল বলেন, তৃতীয় শ্রেণির সদস্যপদ বিবেচনার প্রস্তাবটি আসলে একটি 'রেড হেরিং', যার উদ্দেশ্য সংস্কারের পথ রুদ্ধ করা বা তা কয়েক দশক পিছিয়ে দেওয়া। তাঁর কথায়, "এই ধরনের প্রস্তাব জাতিসংঘের বৈধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং সংস্থাকে দীর্ঘদিনের সঙ্কটে আটকে রাখবে।"

'ফিক্সড রিজিওনাল সিটস' নামে পরিচিত এই তৃতীয় শ্রেণির প্রস্তাবটি মূলত স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের বিরোধী 'ইউনাইটিং ফর কনসেনসাস' (ইউএফসি) গোষ্ঠীর তরফে উত্থাপিত হয়েছে। ইতালির নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠীতে পাকিস্তানও সদস্য। ইউএফসি স্থায়ী সদস্যপদ বাড়ানোর বিরোধিতা করে এবং তার পরিবর্তে এই নতুন শ্রেণির প্রস্তাব দিয়েছে। আলোচনার অগ্রগতি ঠেকাতে প্রক্রিয়াগত কৌশল প্রয়োগের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

প্যাটেল বলেন, "কয়েকটি স্বার্থান্বেষী দেশ ছাড়া অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই মনে করে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের সময় বহু আগেই পেরিয়ে গেছে।"

ভারত-সহ জি-৪ গোষ্ঠীর পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জাপানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইয়ামাজাকি কাজুয়ুকি বলেন, প্রস্তাবিত এই আসনগুলি কার্যত বর্তমান অস্থায়ী সদস্যপদের মতোই। যেহেতু সদস্যপদের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত নয়, তাই এটি স্থায়ী সদস্যপদের বিকল্প হতে পারে না এবং পরিষদের কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার সমাধানও নয়। জি-৪ গোষ্ঠীতে ভারত ছাড়াও জার্মানি, ব্রাজিল ও জাপান রয়েছে এবং তারা স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সওয়াল করে।

এছাড়া, সংস্কারপন্থী এল.৬৯ গোষ্ঠীও তৃতীয় শ্রেণির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। সেন্ট লুসিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি মেনিসা র‍্যামবালি বলেন, স্থায়ী ও অস্থায়ীউভয় শ্রেণির সম্প্রসারণের পরিবর্তে কোনও মধ্যবর্তী বা হাইব্রিড প্রস্তাব প্রকৃত সংস্কার নয়। "গ্লোবাল সাউথ ৮০ বছর অপেক্ষা করেছে কেবলমাত্র আপসের সমাধান গ্রহণ করার জন্য নয়," মন্তব্য করেন তিনি। এল.৬৯ গোষ্ঠীতে বিশ্বের ৪২টি উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির সদস্যদের ভেটো দেওয়ার প্রস্তাবও খারিজ করেছেন প্যাটেল। তিনি বলেন, "কোন দেশ ভেটো প্রয়োগ করবে এবং কীভাবে করবে, সে বিষয়ে স্পষ্টতা না থাকলে কোনও গোষ্ঠীকে ভেটো দেওয়া যায় না।" তাঁর মতে, এই নতুন ধারণা আলোচনাকে আরও জটিল করে তুলছে এবং স্থায়ী সদস্যপদ সম্প্রসারণের বিরোধিতাকে প্রোথিত করছে।

প্যাটেল জোর দিয়ে বলেন, স্থায়ী ও অস্থায়ীদুই শ্রেণিতেই সদস্যপদ বাড়ানোই অর্থবহ সংস্কারের মূল চাবিকাঠি এবং অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র এর পক্ষে। স্থায়ী শ্রেণির সম্প্রসারণ ছাড়া কোনও সংস্কারই অসম্পূর্ণ ও অন্যায্য হবে।তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের কার্যপদ্ধতি ও কাজের ধরন প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকা-কারিবীয় গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্যপদে অনুপ্রতিনিধিত্ব বা অপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সংস্কারের কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত বলেও মত প্রকাশ করেন ভারতের প্রতিনিধি।

চুরি ও অদক্ষতায় বছরে ৩০ বিলিয়ন রুপি ক্ষতি পাকিস্তানের গ্যাস খাতে

ইসলামাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : চুরি ও সিস্টেমের অদক্ষতার কারণে পাকিস্তানের গ্যাস খাতে প্রতিবছর প্রায় ৩০ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি ক্ষতি হচ্ছে। সংসদ সদস্যরা সতর্ক করে বলেছেন, শেষ পর্যন্ত এই আর্থিক বোঝা ভোক্তাদের ওপরই চাপানো হচ্ছে বলে শনিবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জ্বালানি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়। কমিটির চেয়ারম্যান সাইয়েদ মুস্তফা মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গ্যাস বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইনস লিমিটেড চুরি ও কার্যগত অদক্ষতার কারণে প্রায় ৩০ বিলিয়ন রুপি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্য গুল আসগর খান অভিযোগ করেন, শিল্প ইউনিটগুলো গ্যাস চুরিতে জড়িত থাকলেও এর ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও আর্থিক চাপ গৃহস্থালি গ্রাহকদের ওপর চাপানো হচ্ছে।

কর্মকর্তারা আরও জানান, তেল ও গ্যাস নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ওজিআরএ) নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে ক্ষতি হয়, তাও গ্রাহকদের ওপর স্থানান্তর করা হয়। উন্নত ব্যবস্থাতেও 'আনঅ্যাকাউন্টেড ফর গ্যাস' (ইউএফজি) ক্ষতি ছয় শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

এছাড়া সুই সাউদার্ন গ্যাস কোম্পানি-তে গ্যাস চুরির হার ১০ শতাংশেরও বেশি, যা বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন কিউবিক ফিট (বিসিএফ)-এর সমান। চুরি ও অদক্ষতা মিলিয়ে বার্ষিক মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন রুপিতে পৌঁছেছে বলে জানানো হয়।

অন্যদিকে, জাতীয় পরিষদের জ্বালানি বিষয়ক উপকমিটির পৃথক বৈঠকে জানানো হয়, হায়দ্রাবাদ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (হেস্কো) এপ্রিলের আগে তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জাতীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (নেপ্রা)-র কাছে জমা দেবে।

উপকমিটির আহ্বায়ক বাবর নওয়াজ খান জানান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পেশোয়ার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (পেস্কো)-কে ১৩২ কেভি গ্রিড স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, আবাসিক এলাকাকে প্রভাবিত না করেই ট্রান্সমিশন লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং পরে গ্রিড স্টেশনটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

তবে উপকমিটির আহ্বায়ক অভিযোগ করেন, কিছু ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার কারণেই গ্রিড স্টেশন স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলির সংগৃহীত জ্বালানি প্রশিক্ষণ তহবিল নিয়েও আলোচনা হয়। কমিটির সদস্য সাইয়েদ নাভিদ কামার অভিযোগ করেন, কার্যকর নীতিনির্ধারণের অভাবে এই তহবিল নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি।

বিহারে পথচারী নিরাপত্তা জোরদারে পাঁচ দফা নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিহারে পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা নির্দেশ জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে এক বিস্তারিত পোস্টে তিনি রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে এ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০ নভেম্বর ২০২৫-এ নতুন সরকার গঠনের পর 'সাত নিশ্চয়-৩' কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'সাত নিশ্চয়-৩' (২০২৫—৩০)-এর সপ্তম অঙ্গীকার 'সবকা সম্মান — জীবন আসান'-এর অধীনে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ ও মর্য্যাদাপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

তিনি বলেন, বিহারে দ্রুত উন্নয়নের ফলে মানুষের আয় বেড়েছে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তায় দু'চাকা ও চারচাকা যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এর ফলে পথচারীদের জন্য ঝুঁকি ও অসুবিধাও বেড়েছে। "রাস্তায় নিরাপদ ও মর্য্যাদার সঙ্গে হাঁটা পথচারীদের মৌলিক অধিকার," মন্তব্য করেন তিনি এবং সড়ক নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দেন।

পথচারী নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পরিবহণ দফতরকে পাঁচটি বিষয় দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। এর মধ্যে রয়েছেশহরাঞ্চলে বিশেষত অধিক যানবাহন চলাচলকারী এলাকায় দ্রুত ফুটপাত চিহ্নিতকরণ ও নির্মাণ, নির্দিষ্ট স্থানে জেব্রা ক্রসিং নির্মাণ, প্রয়োজনীয় জায়গায় ফুটওভারব্রিজ, এস্কেলেটর ও আন্ডারপাস গড়ে তোলা।

এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি যানবাহনের চালকদের পথচারীদের অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সংবেদনশীল করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার ওপরও জোর দেন তিনি। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের দুর্ঘটনাপ্রবণ 'ব্ল্যাক স্পট' চিহ্নিত করে সেখানে ফুটপাত নির্মাণ ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী, যাতে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো যায়।

তিনি পরিবহণ দফতরকে দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আমি নিশ্চিত এই উদ্যোগ পথচারীদের নিরাপত্তায় অত্যন্ত কার্যকর হবে এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে।"

শনিবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্যকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পুরস্কৃত করছেন। ছবি নিজস্ব।

ভারত সহ একাধিক

● প্রথম পাতার পর

১২২-এর আওতায় নতুন ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক তৎক্ষণাৎ কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দূত জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, আদালতের রায় প্রশাসনের বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামো পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার একটি অংশকে প্রভাবিত করলেও অন্যান্য আইনি ক্ষমতার আওতায় ব্যাপক শুল্ক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তিনি জানান, ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ১৭ শতাংশ কমেছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, সেকশন ১২২-এর আওতায় আরোপিত এই অস্থায়ী শুল্ক ১৫০ দিন বলবৎ থাকবে এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে কার্যকর হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ওষুধ, কিছু ইলেকট্রনিক পণ্য, যাত্রীবাহী গাড়ি, মহাকাশ পণ্য ও তথ্যসামগ্রী এই শুল্কের বাইরে থাকবে।

হোয়াইট হাউস আরও জানিয়েছে, আইনি ভিত্তি পরিবর্তিত হলেও বাণিজ্য চুক্তির মূল শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে এবং অংশীদার দেশগুলো সেগুলি মেনে চলবে বলে তারা আশাবাদী।

কংগ্রেসকে দুর্বল

● প্রথম পাতার পর

বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের, সংসদ সদস্য পদ খারিজের ঘটনা এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অংশ। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি সাংসদদের মাধ্যমে সংসদে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ আজীবনের জন্য বাতিল করার দাবি তোলা হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি 'করনি সেনা'র মুখপাত্র পরিচয়ে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে রাহুল গান্ধীকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে কংগ্রেসের একাধিক সাংসদকে গুলি করে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি। এই ঘটনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছেন না বলে স্পষ্ট জানান।

প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্রের বক্তব্য, দেশে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যা দেশের ঐক্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি সকল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন

● প্রথম পাতার পর

নিম্নমানের রাজনৈতিক মানসিকতারই প্রমাণ। আদর্শগতভাবে কংগ্রেস দেউলিয়া হয়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, এআই ইমপ্যাক্ট সামিট নিয়ে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করছে।

সুব্রত চক্রবর্তী আরও বলেন, সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করাই কংগ্রেসের রাজনীতি। তিনি এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

বার কাউন্সিল নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হচ্ছেন। সংরক্ষিত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তিনজন মহিলা প্রার্থী হলেন, রাজশ্রী পুরকায়স্থ, মধুমিতা চৌধুরী এবং প্রিয়াঙ্কা মজুমদার।

বামফ্রন্ট শ্রমিকদের উপেক্ষা করেছে, মালিক-কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী: শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে উপেক্ষা করে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আজ আগরতলার নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডের অবস্থা ভালো ছিল না। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন আমরা এটির সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আগের সরকার কখনোই শ্রমজীবী ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের কথা ভাবেনি। তারা কখনো বাসচালক বা যাত্রীদের কথা ভাবেনি; এমনকি যাত্রীদের কোনো শেডও ছিল না। তারা শুধু তাদের মিছিলে কীভাবে লোক নিয়ে আসা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করে এবং এভাবে ৩৫ বছর রাজ্য শাসন করেছে। যাইহোক, আমাদের সরকার আসার পর, আমরা কিছুদিনের মধ্যে বাসস্ট্যান্ডটি নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এবং এজন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দেশ ও জাতির ঐক্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং আমরা যদি তাঁকে যথাযথ সম্মান দিতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই তাঁর নামে এই বাসস্ট্যান্ডের নামকরণ করতে হবে। এই বাসস্ট্যান্ডটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রত্যেকের। ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন এবং বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তিনি একজন মন্ত্রীও ছিলেন। তবে, নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেছিলেন, তিনি জাতির ঐক্যের জন্য কাজ করেছিলেন। প্রত্যেকেই সেই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, একটা সময় ছিল যখন যানবাহন চালক ও শ্রমিকদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তখন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। তারা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন এবং তাদের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। তারা মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটি বিভাজনের নীতি তৈরি করেছিল। কিন্তু এখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এবং 'সবকা প্রয়াস'। দেশ ও রাজ্যের উন্নয়নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্য সরকার ১.০৮ লক্ষ "লাখপতি দিদি" তৈরি করেছে, যা অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ শতাংশ। নারীরা শুধু লাখপতিই হবেন না, উদ্যোগপতিও হবেন। এটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য। পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। যারা কঠোর পরিশ্রম করেন তারা উন্নতি করবেন। এর আগে অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আগে নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে অনেক ঝামেলা হলেও এখন তেমন ঘটনা ঘটছে না। সেই সঙ্গে কন্ডাক্টরদেরও যাত্রীদের সাথে ভালো সম্পর্ক, ভালো ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে আগে ত্রিপুরায় একটি মাত্র জাতীয় সড়ক ছিল, এন-এইচ ০৮। এটি চন্দ্রপুর থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত চার লেনের করা হবে এবং উদয়পুর সড়কটিও চার লেনের হবে। এজন্য ডিপিআরও শেষ হয়েছে। আমাদের সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। ইতিমধ্যে রিং রোডের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা শুধু উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিই। গত বছরে আমি ১,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি।

বটরশিতে মিনি ট্রাক—বাইসাইকেল সংঘর্ষে আহত তিন

ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারী: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের বটরশি এলাকায় শনিবার সকাল প্রায় ১১টা ৩৫ মিনিটে একটি মালবাহী মিনি ট্রাক ও বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দ্রুতগতির মিনি ট্রাক বাইসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে আরোহীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং দমকল দপ্তরে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল-এ নিয়ে যান। আহতরা হলেন সঈদুল আলম (১৩), আব্দুল আহাদ (৪০) এবং বাইসাইকেল আরোহী জহর উদ্দিন। তিনজনই বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

ভাষাগত সন্ত্রাসে শামিল হওয়া ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। কোনও ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উপর নির্দিষ্ট লিপি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এক ধরনের ভাষাগত সন্ত্রাসের শামিল।

আদালতের রায়ে

● প্রথম পাতার পর

শুল্ক বহাল থাকবে এবং নতুন শুল্ক দ্রুত কার্যকর হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তিতে সেকশন ২৩২ এবং বিদ্যমান সেকশন ৩০১ শুল্ক সম্পূর্ণ বলবৎ থাকবে।

একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, আজ আমি সেকশন ১২২-এর অধীনে ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের নির্দেশে স্বাক্ষর করব, যা বর্তমান শুল্কের অতিরিক্ত হবে।

ট্রাম্প জানান, অন্য দেশ ও সংস্থার অন্যায্য বাণিজ্যিক অনুশীলন রুখতে প্রশাসন নতুন সেকশন ৩০১ সহ একাধিক তদন্ত শুরু করছে। কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন কি না, সে প্রশ্নে তিনি বলেন, এর জন্য আলাদা করে কিছু করার দরকার নেই, আগেই অনুমোদন রয়েছে।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, সেকশন ১২২ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং সেকশন ৩০১ তদন্ত আইনি দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী।

তবে ইতিমধ্যেই আদায় হওয়া প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ডলার শুল্ক রাজস্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আদালত এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি এবং বিষয়টি আগামী কয়েক বছর আদালতে চলতে পারে।

শুল্ককে নিজের অর্থনৈতিক সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে ট্রাম্প বলেন, ডাও সূচক ৫০,০০০ অতিক্রম করেছে এবং এসঅ্যান্ডপি ৭,০০০ ছুঁয়েছে। তাঁর দাবি, শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন শিল্পে নতুন প্রাণ ফিরেছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় নিরাপত্তা (সেকশন ২৩২), অন্যায্য বাণিজ্যিক চর্চা (সেকশন ৩০১) এবং জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা (আইইইপিএ) সহ একাধিক আইনের অধীনে শুল্ক আরোপ করা যায়। এসব ক্ষমতার সীমা নিয়ে প্রায়ই আইনি লড়াই হয়, যা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। দশকের পর দশক ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও আদালতের মধ্যে বাণিজ্যনীতি নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টিউভয় প্রশাসনই বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি, দেশীয় শিল্প রক্ষা এবং বৃহত্তর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য পূরণে শুল্ক ও চুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বাইজলবাড়িতে জনজাতি

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী মোতায়েন করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস। পুলিশের হস্তক্ষেপে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এদিকে, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বাইজলবাড়ি থেকে পদ্মবিল পর্যন্ত বিজেপি জনজাতি মোর্চার বাইক র্যালি সম্পন্ন হয়। র্যালিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও প্রসেনজিৎ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এডিসি এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়ে বিজেপিকে আটকানো সম্ভব নয়। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, রঞ্জিত দেববর্মা অতীতে উগ্রবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও এই বিষয়ে রঞ্জিত দেববর্মা বা তিপরা মথা শিবিরের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আসন্ন নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে দুই রাজনৈতিক শিবিরের এই সংঘাত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। ঘটনার পর গোটা খোয়াই মহকুমা জুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে চূড়ান্ত ভোটার

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়ায় আগের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ভোটারের বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে।

ইসিআই এক প্রেস নোটে জানিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৩১,৩১,৯৮৩। চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫,৩৯,৮১,০৬৫। অর্থাৎ খসড়া প্রকাশের পর নেট বৃদ্ধি হয়েছে ৮,৪৯,০৮২ জন ভোটার।

কমিশন জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে রাজ্যজুড়ে এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযান শুরু হয়েছিল, যা প্রায় চার মাস ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তৃত ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, বর্জন ও সংশোধন সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হয়। ইসিআই-এর নির্দেশ অনুসারে, মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড়-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে একযোগে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটারের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশে মোট ৫৫টি জেলা, ২৩০টি বিধানসভা আসন এবং ২৯টি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। এই বৃহৎ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করতে ৫৩৩ জন সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও), ৭১,৯৩০ জন ব্লক লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে রাজ্যে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৭৪,০৬,১৪৩।

নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের কাছেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অনুলিপি সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য কমিশন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ

● আটের পাতার পর

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক মোট ৫৫৭.৯৩ কোটি ঋণ অনুমোদন করেছে, যা গ্রামীণ ক্ষমতায়নের প্রতি ব্যাংকের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকের বিশেষ "অদ্বিতীয়া" প্রকল্প, যার আওতায় ০.৭৫ লক্ষ থেকে ৫.০০ লক্ষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় সুদে ঋণ প্রদান করা হয়, TRLM কাঠামোর অধীনে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করেছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে: তারিত কান্তি চাকমা, IAS, সিইও, TRLMদিপায়ন ঘোষ, চিফ অপারেটিং অফিসার , TRLMতাঁদের দূরদর্শী দিকনির্দেশনা, কৌশলগত নেতৃত্ব এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতি অবিচল আস্থাই এই জাতীয় সাফল্যের প্রধান ভিত্তি। তাঁদের অব্যাহত উৎসাহ ও নিবিড় সমন্বয় এই সম্মান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যাংক রাজ্য প্রশাসনের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাদের অব্যাহত সহায়তা, নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহ ত্রিপুরায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নারী ক্ষমতায়নের এক শক্তিশালী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এই পুরস্কার ছহও সদস্য, TRLM কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। এটি গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা, নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এই সম্মানকে শুধু স্বীকৃতি নয়, বরং ত্রিপুরার মানুষের সেবায় আরও অধিক নিষ্ঠা ও উৎকর্ষের সঙ্গে কাজ করার এক নতুন দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করছে।

মাতৃভাষা দিবস

● প্রথম পাতার পর

মাতৃভাষা ঘরের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত অতিথি ২০২৬ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ নরেশ চন্দ্র দেববর্মা। তিনি বক্তব্যে বলেন, আজকের দিনটি হল মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ ও শহীদ হওয়ার দিন। তিনি বক্তব্যে মাতৃভাষার জন্য আত্মবলিদানকারী শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, স্ব স্ব মাতৃভাষাকে পুন:জ্জীবিত ও বহমান রাখতে গেলে আমাদের মাতৃভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার বলেন, ভাষা শুধু একটি জাতির যোগাযোগের মাধ্যম নয়। ভাষা হল একটি জাতির আত্ম পরিচয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দ হরি জমাতিয়া, বুনিয়াদি শিক্ষা ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অধিকর্তা রাজীব দত্ত এবং ত্রিপুরা এসসিইআরটি"র অধিকর্তা এল ডার্লং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র। অনুষ্ঠানে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয় "এক ভারত এক সুর", নৃত্যনাট্য ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিকে, যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে।

গোটা বিশ্বের সঙ্গে আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন অফিসেও আন্তর্জাতিক বাংলা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার অফিসের অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এদিন বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনারের অফিসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

এদিন আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য যেসব বীর সন্তান আত্ম বলিদান করেছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর পাশাপাশি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সহকারী হাই কমিশনার হাসান আল বাসার আবুল উলায়ীসহ দূতালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অন্যদিকে, সিপিআইএমের উদ্যোগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় দলের রাজ্য সদর কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র-যুবরা রাজপথে নেমেছিলেন। সেই সময় পাকিস্তান সরকার আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে পাঁচজন শহীদ হন। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন আরও জোরদার হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তাঁদের ত্যাগ কখনও বৃথা যায়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বেই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এবং সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবস পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

অপরদিকে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়-এর আগরতলা অবস্থিত একলব্য পরিসরে শনিবার বিকেল ৪টায় মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়।

বিশিষ্ট অতিথিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বৈদিক মঙ্গলাচরণ, জাতীয় সঙ্গীত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগীত পরিবেশিত হয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ড. উত্তম সিং। তিনি উপস্থিত অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একলব্য ক্যাম্পাসের বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অবধেশ কুমার চৌবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে মাতৃভাষাকে সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের প্রধান বাহক হিসেবে উল্লেখ করে ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

ক্যাম্পাসের নির্দেশক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অতিথিদের অভিনন্দন জানান। বক্তব্যে তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার চর্চা ও বিকাশ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ড. বীণাপাণি চন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উদয়ন সরকার ও পল্লবী গোস্বামী যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। অনুষদ সদস্য, কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে অর্থবহ ও স্মরণীয়।

অন্যদিকে, আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং খোয়াই মহকুমার দশরথ দেব স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় খোয়াই জেলাভিত্তিক মাতৃভাষা দিবস দশরথ দেব স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে উদযাপন করা হয়। চারাগাছে জল সিঞ্চন এবং শহীদবেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পণা সিংহ রায় (দত্ত)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুরপরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি পীযুষ কান্তি চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই দশরথ দেব স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. খোকন মজুমদার, শিক্ষক পরিষদের সচিব ড. বাবুরাম সোয়ামী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব এবং সকল ভাষার প্রতি সমান সম্মান ও ভালোবাসা দেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ও বৈষয়িক তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেন দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের বিশিষ্ট শিক্ষিকা সীমা দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সকল ভাষার সম্মানে, সকল ভাষার বিকাশে চির ভাস্বর হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই আহ্বানে আজ ফটিকরায়ের আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আলোচনাচক্র, বহুভাষিক কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রাষ্ট্র সংঘের স্বীকৃত প্রাপ্ত দিবস। তিনি বলেন, নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় দেশে দেশে বহু মানুষ রক্ত ঝড়িয়েছেন। ভাষা ও সংস্কৃতি হলো কোনও জাতিগোষ্ঠীর পরিচায়ক। ভাষার সাথে ব্যক্তি মানুষের জীবনেরও সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজস্ব ভাষা যদি হারিয়ে যায় তবে আমরা নিজেদের সমাজ থেকেও হারিয়ে যাবো।

সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর বলেন, বহুভাষিক মাতৃভাষা আমাদের শক্তির উৎস। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান করলে তারা দ্রুত তা আত্তস্থ করতে পারে। প্রধান বক্তা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মলয় দেব বলেন, এক ভাষার উপর আরেক ভাষার আক্রমণ শুরু হয়েছিল উপনিবেশিক শাসনকালের সময় থেকেই। তিনি বলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই মাতৃভাষা যে কোনও জাতির জন্য একটি অপরিহার্য প্রকাশের মাধ্যম। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস। সভাপতিত্ব করেন আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সুব্রত শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক শুভাশীষ সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে বহুভাষিক স্বরচিত কবিতা পাঠে আমন্ত্রিত কবি ছিলেন দু"জন মণিপুরী ও দু"জন চাকমা ভাষী কবি। এছাড়া মহাবিদ্যালয়ের বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ককবরক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের থেকে উদীয়মান ৭ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং একজন অধ্যাপক উড়িয়া ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বরসপ্তক কুমারঘাট শাখার শিল্পীরা সমবেত সংগীত ও ঘুঙ্গুর নৃত্যালয়ের শিল্পীরা সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন।

মাতৃভাষা অমৃত সমান। মায়ের ভাষা হলো মাতৃভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। আজ উদয়পুরে রাজর্ষি ২ নং হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত গোমতী জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্বোধন করে একথা বলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। তিনি বলেন, একটি ভাষা একটি জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। তাই মাতৃভাষাকে সম্মান করতে হবে, রক্ষা করতে হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক বিষ্ণু দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-অধিকর্তা অজয় দে এবং সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে "মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমরা বাঙ্গালি তেলিয়ামুড়া ব্লক কমিটি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক দাস, বাঙ্গালি ছাত্র যুব সমাজের সচিব বিপ্লব দাস এবং বাঙ্গালি মহিলা সমাজের সচিব কানন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, বর্তমানে দেশজুড়ে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে, যা তাঁর মতে বাস্তবসম্মত নয়। তিনি দাবি করেন, বাংলা একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও অন্য ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি ত্রিপুরা সফরে এসে হিন্দিকে জাতিভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে কোনো একটি ভাষাকে জাতিভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপ্রা মথার মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করছে এবং আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রোমান স্ক্রিপ্ট ইস্যুর মাধ্যমে জনজাতি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।

অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। বক্তারা মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমরা বাঙ্গালি রাজ্য কার্যালয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। পরে তেলিয়ামুড়া টাউন হলে দলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, যুব ও প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক কুমার দাস, বাঙালী মহিলা সমাজের সচিব কানন দাস সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। ভাষা শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল দেশভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার ফলশ্রুতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবেই ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বরাক উপত্যকার ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের কথাও স্মরণ করেন এবং দাবি করেন, বিভিন্ন সময়ে বাংলাভাষীদের উপর ভাষাগত চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রের ভাষানীতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, হিন্দিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ত্রিভাষা সূত্র ও ভাষা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যপালের ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়েও আপত্তি তোলেন। তবে এসব বিষয়ে সরকারি মহলের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অনুষ্ঠানে ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার অধিকার রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে পরিবর্তনের দাবি তোলা হয় এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের ইঙ্গিত দেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব।

এদিন দলীয় কর্মীদের উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রয়াত জহওর লাল সাহা ও গোপাল সরকারকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করল বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব। পৃথিবীর সকল মায়ের ভাষা অমর হোক এই আহ্বানকে সামনে রেখে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান।

সকাল ১১টায় বিলোনীয়া এক নম্বর টিলা থেকে একটি রেলি বের হয়ে শচিন দেববর্মা স্টেডিয়ামের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

বিলোনীয়া প্রেস ক্লাব, দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তর, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিলোনীয়া পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সভাপতি উৎপল বৈদ্য, সহ-সম্পাদক প্রতাপ দেববর্মা, দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

সন্ধ্যায় আর্য্য কলোনির শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী পর্বের পর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এরপর প্রেস ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় উদ্বোধনী সংগীত অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কলকাতা থেকে আগত সংগীতশিল্পী ঞ্জদ্রন্ড্স্থন্থ ক্ষ্থদ্রত্রন্দত্রত্র মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন করেন।

এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের স্মরণিকা ২০২৬ প্রকাশ করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি উৎপল বৈদ্য।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে সাংবাদিক, সংস্কৃতিপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

আজ মেলাঘরস্থিত কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং মেলাঘর পুর পরিষদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস, রুদ্রসাগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র দাস এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 22-02-2026, 01:26

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক স্টেট গেমসের উদ্বোধন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঐতিহাসিক স্টেট গেমস-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে আগামীকাল (রবিবার)।এবারই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত ত্রিপুরা স্টেট গেমস''২০২৬ আগামীকাল থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১৮ টি ইভেন্ট নিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হবে খো খো, গোমতী জেলার উদয়পুরে কাবাডি, দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে ফুটবল, আগরতলার বাধারঘাটস্থিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অ্যাথলেটিক্স, হকি, হ্যান্ডবল ও ভলিবল, আগরতলার নসআরসিসিতে জুডো, টেবিল টেনিস, বক্সিং, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন, রেশমবাগান অ্যাথলেটিকস ক্লাবে ওয়েট লিফটিং, মবিবি কলেজ লেইকে ট্রায়াথলন, আসাম রাইফেলস কমপ্লেক্সে স্কোয়াশ এবং শালবাগান বিসএফ ক্যাম্পে গলফ খেলা গুলি অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল (রবিবার) দুপুর একটায়, বাধারঘাট দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। মুখ্য অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতি মিনারানী সরকার, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার, আই. জি ঢ বি এস এফ অলক কুমার চক্রবর্তী, আসাম রাইফেলস-এর ডি.আই.জি ব্রিগেডিয়ার নিশান্ত চান্ডেল, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্ল, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, মেঘালয় স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জন এফ খাসিং, অরুণাচল প্রদেশের অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল বামাঙ্গ ট্যাগু এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান রতন সাহা প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি চলছে এবং ইতিমধ্যেই আজকে মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে যেই দুজন বিশেষ অতিথি এসেছেন উনারা বিভিন্ন খেলার প্রাঙ্গণ গুলি ঘুরে দেখেছেন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী জনগণের কাছে বিনম্র আবেদন রাখা হয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। পাশাপাশি যে সমস্ত ক্রীড়া প্রাঙ্গনে বিভিন্ন খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে সেখানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদান করার মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে।সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে ত্রিপুরা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস সফলভাবে সম্পন্ন হবে, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন এই আশা করছে। ত্রিপুরা স্টেট গেমস কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুজিত রায় এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেটে .টি.স.এফ একাদশকেও হারালো জেআরসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই চলেছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। বার হারালো অল ত্রিপুরা সিকিউরিটি ফোর্স একাদশকে। শনিবার এমবিবি গ্রাউন্ডে জেআরসি দল বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় এ.টি.স.এফ কাদশের। টসে জয়লাভ করে জে.আর.সি একাদশের অধিনায়ক অভিষেক দে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে এ.টি.স.এফ কাদশ নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। ব্যাট হাতে ওপেনার দিব্যেন্দু দে-র ৫০ রান এবং তাপস দেব-এর ৬৮ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সুজিতময় চন্দের ৮ রান ও প্রভাস সিনহার ৮ রান উল্লেখ করার মতো। জেআরসি-র পক্ষে বিশ্বজিৎ দেবনাথ দু-টি এবং অধিনায়ক অভিষেক দে, জাকির হোসেন ও বাপন দাস একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জেআরসি ১১ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার সুব্রত দেবনাথ ১৩ রানে এবং মিল্টন ধর ৫০ রানে আউট হলেও বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৫১ রানে এবং বাপন দাস ১৪ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। এ.টি.স.এফ কাদশের দিব্যেন্দু দে, মিঠুন রায় ও প্রভাস সিনহা একটি করে উইকেট পেয়েছেন। বলে-ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিশ্বজিৎ দেবনাথ পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়া, এ.টি.স.এফ কাদশের সাগর দেব, রাহুল দে, অমরজিৎ ধানুক, দেবজিৎ এবং জেআরসি-র মনোজিৎ দাস, বিষ্ণুপদ বণিক, সিশান চক্রবর্তী, অঞ্জন দেব, প্রত্যেকে দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধনে এই উদ্যোগের সম্প্রীতিপূর্ণ ভালো দিক নিয়ে আলোচনা হয়। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এক বা একাধিক দিন অতিবাহিত করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন প্রত্যেকে। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ট্রফি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত এ.টি.স.এফ-এর প্রোপ্রাইটর মিঠুন রায়, ম্যানেজার দেবব্রত রায় চৌধুরী, ডি.ও সুকান্ত হাজরা, ট্রেইনার রঞ্জিত কর্মকার, জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে প্রমুখ। বলা বাহুল্য, দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ জারি থাকবে বলে অতিথি বৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় দু''দলের খেলোয়াড় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ঢআগরতলা প্রেসক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাব -এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট ২০২৬ আগামীকাল (রবিবার) ভোলাগিরি মাঠে সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নক-আউট ভিকি টি-১০ ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে চারটি দল আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাব ইয়েলো টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাব গ্রীন টিম এবং আগরতলা প্রেস ক্লাব রেড টিম। মোট ৬৪ জন সাংবাদিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের পাশাপাশি ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট বোলার ও বেস্ট ফিল্ডারকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক রমাকান্ত দে। এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য-সদস্যা বৃন্দ এবং প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অলক সাহা ও শ্যামল দাস প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগ সাংবাদিক মহলে ক্রীড়া চেতনা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন উদ্যোক্তারা। সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটের ৪টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। নিউ চন্ডিগড়ে আয়োজিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু প্রথম দিনের খেলা শেষে ৯০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩১৩ সংগ্রহ করেছে। মুম্বাইয়ের কান্দিবালিতে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কর্ণাটকের গড়া প্রথম ইনিংসের ২৪০ রানের জবাবে দিনের খেলা শেষে মুম্বাই সাত ওভার খেলে বিনা উইকেটে ১২ রান সংগ্রহ করেছে। সোলাপুরে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা শেষে মহারাষ্ট্র ৯০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৪০৬ রান সংগ্রহ করেছে। রায়পুরে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথম দিনের খেলা শেষে ছত্তিশগড় সারাদিনে ৮৯ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৫৭ রান সংগ্রহ করেছে।

আইসিসির সুপার এইট সূচির বিরোধিতায় সূর্য!

নয়াদিল্লি।। আগে থেকে সুপার এইটের সূচি করে রেখেছিল আইসিসি। আট সেরা দলকে ধরে সূচি ঠিক করেছিল তারা। তার ফলে যেটা হয়েছে তাতে অবাক হচ্ছেন অনেকে। গ্রুপ পর্বের চার চ্যাম্পিয়ন সুপার এইটে একই গ্রুপে পড়েছেন। এই সূচি পছন্দ নয় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবেরও।

সুপার এইটে দু'টি গ্রুপ রয়েছে। এক গ্রুপে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অপর গ্রুপে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজের নিজের গ্রুপে শীর্ষে শেষ করেছে। সাধারণত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে পরের রাউন্ডে সহজ প্রতিপক্ষ পাওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। চার কঠিন প্রতিপক্ষকেই একে অপরের মুখোমুখি হতে হবে। রবিবার অহমদাবাদে ভারতের মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা। গত বারের দুই ফাইনালিস্ট। স্বাভাবিক ভাবেই দু'দলের কাছে কঠিন ম্যাচ। তার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে সূর্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আগে থেকে সূচি ঠিক করে রাখা নিয়ে। জবাবে ভারত অধিনায়ক বলেন, "দেখুন, কে আগে থেকে সূচি ঠিক করে রেখেছিল, সেটা তো আমি বলতে পারব না। তবে যদি আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হত, তা হলে আমি এটা বদলে ফেলতাম। চার চ্যাম্পিয়ন দলকে দুটো গ্রুপে ভেঙে দিতাম।"

সত্যিই তো, বড় প্রতিযোগিতায় নক আউটে এই ধরনেরই সূচি হওয়া উচিত। সুপার এইটে প্রতি গ্রুপে দুই চ্যাম্পিয়ন ও দুই দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলকে রাখা উচিত। তা হলে সামঞ্জস্য থাকবে। কিন্তু এ বার তা হচ্ছে না। এই বিষয়ে আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। এ বার সূর্যের মুখেও সেই কথা শোনা গেল।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দ্বিতীয় বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় ভারতের মেয়েদের নজির স্মৃতির

সিডনি।। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ফরম্যাটের সিরিজের শুরুটা ভালই করল ভারত। শনিবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিল তারা। স্মৃতি মন্ধানা এবং জেমাইমা রড্রিগেজের অর্ধশতরানের সৌজন্যে ১৭ রানে জিতেছে তারা। ভাল খেলেছেন বোলারেরাও।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ভারতের শুরুটা ভাল হয়নি। তারা হারায় শেফালি বর্মাকে (৭)। চলতি সিরিজে শেফালির খারাপ ফর্ম চলছেই। একটি ম্যাচেও তিনি বলার মতো রান করতে পারেননি। অফ স্টাম্পের বাইরে করা কিম গার্থের বলে উঁচু শট খেলতে গিয়েছিলেন শেফালি। অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ক্যাচ ধরেন।সেখান থেকে ভারতের হাল ধরেন স্মৃতি এবং জেমাইমা। দ্বিতীয় উইকেটে তারা ১২১ রানের জুটি গড়েন। ষষ্ঠ ওভারে সোফি মোলিনিউকে তিনটি চার মারেন তারা। স্মৃতি বেশি আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন। নবম ওভারে জর্জিয়া ওয়ারহামকে যে সুইপটি মারলেন তা দীর্ঘ দিন চোখে লেগে থাকার মতো। ১০ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ৮৬/১ তৃতীয় ওভারে যে জুটির শুরু হয়েছিল, তা শেষ হয় ১৭তম ওভারে। ৫৫ বলে ৮২ রান করে আউট হন স্মৃতি। আটটি চার এবং তিনটি ছয় মেরেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে তিনটি ফরম্যাটেই সর্বোচ্চ রান হল মন্ধানার। ৪৬ বলে ৫৯ করে ফেরেন জেমাইমা। তিনি চারটি চার মেরেছেন। চারে নেমে রিচা ঘোষ ৭ বলে ১৮ করেন। আর কেউ খেলতে পারেননি।রান তাড়া করতে নেমে রেণুকা ঠাকুরের প্রথম ওভারেই ১৮ রান ওঠে। দ্বিতীয় ওভারে শ্রেয়াঙ্কা পাতিল তুলে নেন বেথ মুনিকে (৬)। এর পর অস্ট্রেলিয়া আর কোনও বলার মতো জুটি গড়তে পারেনি।

কবে অবসর নিতে পারেন জানালেন নেইমার

পেশাদার ফুটবলে তাঁর পথচলার শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে, ১৭ বছর বয়সে, এই সান্তোসের জার্সিতেই। সেই পথের শেষটা এখন দেখতে পাচ্ছেন ৩৪ বছর বয়সী নেইমার। অবসর নিতে পারেন চলতি বছর শেষে। ব্রাজিলের অনলাইন চ্যানেল কেজ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের এ ভাবনার কথা জানিয়েছেন সান্তোসের এই ফরোয়ার্ড।

সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল থেকে গত বছরের জানুয়ারিতে নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফেরেন নেইমার। এ বছরের শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছেন ক্লাবটির সঙ্গে। ক্রমাগত চোটে বিপর্যস্ত নেইমার সান্তোসকে ব্রাজিলের শীর্ষ লিগে টিকিয়ে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গত ডিসেম্বরে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানোয় জানুয়ারিতে ব্রাজিলিয়ান মৌসুমের শুরুতে খেলতে পারেননি। মাঠে ফেরেন গত সপ্তাহে।

নেইমার এ বছর দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে মরিয়া। সে জন্য সবার আগে ফিরতে হবে ব্রাজিল জাতীয় দলে। চোটের কারণে সেটাই করতে পারছেন না দুই বছরের বেশি সময় ধরে।ব্রাজিল জাতীয় দলে নেইমার সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। ক্রমাগত চোট ও ফিটনেস সমস্যায় জাতীয় দলে আর ফিরতে পারেননি। কার্লো আনচেলত্তি গত বছর মে মাসে ব্রাজিল দলের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর নেইমারকে জাতীয় দলে ডাকেননি। কিন্তু আনচেলত্তি সব সময়ই বলে এসেছেন, তাঁর জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা। সে জন্য সবার আগে নেইমারকে পুরো ফিটনেস ফিরে পেতে হবে। বলাবাহুল্য, চোটের কারণে এই শর্ত পূরণ করতে পারেননি নেইমার। ক্রমাগত এসব চোটই আসলে নেইমারকে তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবাচ্ছে। আগামী বছর কী হবে, তা বহু দূরের বিষয়, এ বছরের বাকি সময় নিয়েই অনিশ্চয়তায় ভুগছেন নেইমার। বিশ্বকাপে খেলতে চান, কিন্তু সেটাও যে কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তা বোঝা গেল তাঁর কথায়। সম্ভবত এ কারণেই অবসরের ভাবনা উঁকি দিয়েছে তাঁর মনে, 'এখন থেকে কী হবে, আমি জানি না। আগামী বছর নিয়েও কিছু বলতে পারছি না। সম্ভবত ডিসেম্বর এলে অবসর নিতে চাইব। এখন আমি বছর ধরে এগোচ্ছি।'অর্থাৎ সান্তোসের সঙ্গে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষে অবসর নিতে পারেন নেইমার। ব্যাপারটা যে তাঁর হৃদয়ের ডাকের ওপর নির্ভর করছে, সেটাও বলেছেন, 'দেখা যাক, আমার মন কী সিদ্ধান্ত নেয়। বছরের শেষ দিকে আমার মন যা বলবে, সেটির ওপরই সব নির্ভর করছে।'সাও পাওলো চ্যাম্পিয়নশিপে ১৬ ফেব্রুয়ারি ভেলো ক্লাবের বিপক্ষে সান্তোসের ৬-০ গোলে জয়ের ম্যাচে মাঠে ফেরেন নেইমার। গোল না পেলেও গোল করানোয় ভূমিকা রেখে সান্তোসকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেন। চোট ও অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে সেটা ছিল দুই মাসের বেশি সময় পর তাঁর মাঠে ফেরা। ব্রাজিলে নতুন মৌসুমের শুরু থেকে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। তাঁর এই মাঠে ফেরার বিষয়েও উঠে এসেছে ফিটনেস সমস্যার প্রসঙ্গ। শুনুন নেইমারের মুখেই, 'দলকে সেরাভাবে সাহায্য করতে আমি ফিরতে চেয়েছি। কিন্তু শতভাগ ফিট হয়ে ফিরতে নিজেকে একটু সংযত রাখতে হয়েছে।'গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে ব্রাজিলিয়ান শীর্ষ লিগে অবনমনের শঙ্কায় পড়েছিল সান্তোস। দলকে বাঁচাতে সান্তোসের শেষ তিন ম্যাচে চোট নিয়েই খেলেন নেইমার। তিন ম্যাচেই জিতেছিল সান্তোস এবং তাতে শীর্ষ লিগে টিকে থাকা নিশ্চিত হয় ক্লাবটির। তবে চোট পাওয়ায় সেই সেই লড়াইয়ের মূল্যও দিতে হয় নেইমারকে। এরপরই বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। তখনই প্রশ্ন ওঠে, ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের স্কোয়াডে নেইমারকে দেখা যাবে তো?

নেইমার নিজেও সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। তিনি শুধু জানেন, ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে এ বছরটা তাঁর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপে খেলতে হলে সবার আগে ফিরতে হবে ব্রাজিল দলে, আর সেই কাজ করতে সান্তোসের হয়ে মাঠে নিয়মিত পারফর্ম করতে হবে। নেইমার এর আগে স্বীকার করেন, বিশ্বকাপে খেলতে কার্লো আনচেলত্তির স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া তাঁর জন্য 'বড় চ্যালেঞ্জ'। নেইমার কি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবেন? এ বিষয়ে কিছু না বললেও তিনি জানেন ২০২৬ সাল সান্তোস, ব্রাজিল দল এবং তাঁর নিজের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সত্যি সত্যিই এ বছরের ডিসেম্বরে অবসর নিতে চান, তাহলে তার আগে শেষ বেলায় নিশ্চয়ই ভালো করতে চাইবেন। সে লক্ষ্য নিয়েই নেইমার বলেছেন, 'এ বছরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সান্তোস নয়, ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্যও। কারণ এটি বিশ্বকাপের বছর। আমার নিজের জন্যও বছরটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি এ মৌসুমে শতভাগ খেলতে চাই।' ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে নেইমার সর্বোচ্চ গোলদাতা। ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করেছেন। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনার হয়ে জিতেছেন লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ। পিএসজির হয়েও জিতেছেন লিগ শিরোপা। এর আগে তিনবার বিশ্বকাপে খেলেছেন নেইমার।যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। 'সি' গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।

আইএসএলে দ্বিতীয় জয় ইস্টবেঙ্গলের, দিল্লিকে চার গোল দিলেও চিন্তা থাকল লাল-হলুদের গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে

কলকাতা।। আইএসএলে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার যুবভারতীতে তারা ৪-১ গোলে হারিয়ে দিল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে। জোড়া গোল করলেন ইউসেফ এজেজারি। আগের ম্যাচেও দু'টি গোল করেছিলেন তিনি। ফলে দীর্ঘ দিন বাদে গোল খরা কাটানোর লোক পাওয়া গিয়েছে মনে করা হচ্ছে।

তবে চিন্তা থাকছে অন্য জায়গায়। প্রথমার্ধে ভাল খেলার পর দ্বিতীয়ার্ধে তাদের খেলার মধ্যে ভাল মতো গা ছাড়া মনোভাব দেখা গিয়েছে। সে ভাবে সুযোগ তৈরি করতেই পারেনি লাল-হলুদ। সে দিক থেকে, দিল্লির ফুটবলারেরা অনবরত আক্রমণ করেছেন। ভাগ্য ভাল থাকলে গোল পেয়ে যেতে পারত।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করে ফেলতে পারতেন মিগুয়েল। কাছ থেকে তাঁর নেওয়া শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার। দু'মিনিট পরেই আচমকা ধাক্কা খায় ইস্টবেঙ্গল। গোল করে দিল্লি। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে মার্কারকে এড়িয়ে গোল করেন অগাস্টিন। চেষ্টা করেও সেই বল আটকাতে পারেননি প্রভসুখন গিল।

তিন মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। বিপিন সিংহের ফ্রিকিক প্রতিহত হওয়ার পর পৌঁছয় এডমুন্ড লালরিনডিকার কাছে। প্রথম প্রয়াসের ভলি মারেন তিনি। বল সরাসরি বিপক্ষ গোলকিপার বিশাল যাদবের হাতে গেলেও হাত ফস্কে জালে জড়িয়ে যায়।

১২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ইস্টবেঙ্গল। দিল্লির ডিফেন্ডার বক্সের মধ্যে ফেলে দেন এডমুন্ডকে। পেনাল্টি থেকে গোল করেন এজেজারি। এর পর খেলার গতি কিছুটা কমে যায়। এগিয়ে যাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ বজায় রাখলেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। এ দিক-ও দিক বল পাস দিয়ে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছিল। প্রথমার্ধের শেষের দিকে আবার আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। এই সময় তৃতীয় গোলও পেয়ে যায় তারা। বক্সের দিকে ছুটছিলেন এজেজারি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মিগুয়েল নিখুঁত বল বাড়ান। মাথা ঠান্ডা রেখে বল জালে জড়িয়ে দেন এজেজারি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় একটু শ্লথতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। দু'গোলে এগিয়ে থাকা দলের খেলার মধ্যে সেই ঝাঁজ ছিল না যা তাদের গোলের সংখ্যা বাড়াতে পারে। উল্টে দিল্লির বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি। বেশ কয়েক বার গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা। বিশেষ করে ৮০ মিনিটে মনোজের কর্নার থেকে রিবেরোর হেড অল্পের জন্য বারের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৮৬ মিনিটের মাথায় একটি ভাল সুযোগ তৈরি করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ব্যক্তিগত দক্ষতা দেখিয়ে বিপক্ষের দু'জন ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে দিল্লির বক্সে প্রায় ঢুকে পড়েছিলেন। সেখান থেকে বল নিয়ে বাঁ প্রান্ত থেকে শট মারেন মিগুয়েল। দিল্লির কিপারের হাতে লেগে সেই বল পোস্টে লাগে। ফিরতি বলে কেউ গোল করতে পারেননি।

যখন মনে করা হচ্ছিল আর গোল হবে না, তখনই ব্যবধান বাড়িয়ে দেন মিগুয়েল। বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন। কিছুটা এগিয়ে এসে বক্সের বাইরে থেকেই জোরালো শট মারেন। দিল্লির গোলকিপারের সামনে কিছুই করার ছিল না।

অফস্পিনেই অভিষেক-বধের ছক, ভারতের 'ফার্স বয়ে'র বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজাচ্ছে প্রোটিয়ারা

পরপর ম্যাচ জিতেও শান্তিতে নেই ভারতীয় দল। বিশ্রী ফিল্ডিং, ক্যাচ মিস, স্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্বলতা, অভিষেক শর্মার ফর্ম চিন্তায় রাখছে টিম ইন্ডিয়াকে। এত চিন্তার মাঝেও কিন্তু 'সার্চলাইটে' টিম ইন্ডিয়ার বিস্ফোরক ওপেনার। তা যতই শূন্যের হ্যাটট্রিক করুন না কেন! অভিষেকের জন্য কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না দক্ষিণ আফ্রিকা। তাঁকে 'বেড়ে ওঠা'র আগেই সাজঘরের রাস্তা দেখাতে মরিয়া প্রোটিয়ারা। এর জন্য প্রোটিয়া দলের মেন্টর অ্যালবি মর্কেলের তত্ত্বাবধানে বিশেষ অনুশীলনও করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় সুপার এইটের ম্যাচ। তার আগে শুক্রবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দেখা গেল, অভিষেক শর্মাকে সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতিতে মগ্ন দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির। প্র্যাকটিস পিচে চারটে আলাদা স্পট তৈরি করা হয়েছে। যা মোটামুটি ৪ মিটারের মধ্যে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে, গুড লেংথ এলাকার আশপাশেই এই স্পট।

এখানেই শেষ নয়। স্পিনারদের 'বিষ' সামলাতে ব্যাট হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল প্রাক্তন প্রোটিয়া ক্রিকেটার অ্যাশওয়েল প্রিন্সকে। যিনি আবার বাঁহাতি। দলের কোচিং স্টাফের সঙ্গে যুক্ত তিনি। মূলত ব্যাটিং টিপস দেন দেশের হয়ে ৬৬ টেস্ট খেলা ক্রিকেটার। তাঁকে এক নাগাড়ে অফস্পিন করে গেলেন অধিনায়ক এইডেন মার্করাম, ট্রিস্টান স্টাবস। এর মধ্যে অন্ততপক্ষে দু'বার বল নিখুঁত বাঁক নিয়ে স্টাম্প ছিটকে দিল। এরপর অনুশীলনে যোগ দেন কেশব মহারাজ, জর্জ লিন্ডে। বোঝাই যাচ্ছে যে, স্পিন অস্ত্রে অভিষেক তো বটেই ভারতীয় দলকে ঘায়েল করতে চাইছে প্রোটিয়ারা।

নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 'অনামী' আর্যন দত্তর গুড লেংথ বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরেছিলেন বাঁহাতি ওপেনার। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ খেললেও একটা রানও করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। শেষ আট ইনিংসে পাঁচবার শূন্যে আউট হয়েছেন অভিষেক। শেষ আটটি টি-টোয়েন্টিতে তাঁর স্কোর ৮৪, ০, ৬৮*, ০, ৩০, ০, ০, ০। সুপার এইটে নামার আগে তাঁর আত্মবিশ্বাস যে অনেকটাই তলানিতে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। এই জায়গাটাতেই ঘা দিতে চাইছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে কেবল অভিষেক নন, ভারতীয় দলে বাঁহাতি ব্যাটারদের আধিক্য। অভিষেক ছাড়াও ঈশান কিষান, তিলক বর্মা, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দররা বাঁহাতি। সেই কারণে বিশেষ এই প্রস্তুতি।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত স্পিনারদের বিরুদ্ধে ৪২ ওভারে ভারত করেছে মাত্র ৩১৫ রান। ওভারপিছু রানও আহামরি নয়। মাত্র ৭.৫। এর মধ্যে স্পিনাররাই ভারতীয় ব্যাটারদের সাজঘরের রাস্তা দেখিয়েছেন ১৫ বার। ৭ থেকে ১০ ওভারের মধ্যেই স্পিনাররা সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকার করেছেন। স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতের স্ট্রাইক-রেট মাত্র ১০৬.৬৭। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, স্পিনের বিরুদ্ধে ৪১.৬৬ শতাংশ ডট বল খেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা। এসব পরিসংখ্যানই চিন্তায় রাখছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভাষা দিবসে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতির পক্ষে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার সকালে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।

পরে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁর আগে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নীরবতা পালন করেন। এরপর মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এবার প্রথমবারের মতো বিরোধী দলনেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-র প্রধান শফিকুর রহমানও শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধা জানান।

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ কেন্দ্রের নবনির্বাচিত নির্দল সাংসদ তথা প্রাক্তন বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানাকে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিএনপি নেতা-কর্মীরা তাঁকে পুষ্পস্তবক অর্পণে বাধা দেন, ফলে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন না করেই সেখান থেকে চলে যান।

ঘটনার পর শনিবার ভোররাতে তাঁর সমর্থকেরা সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ও বাঁশে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অবরোধের জেরে মহাসড়কের দু'দিকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও বাংলাদেশ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে ভাষা শহিদ দিবস পালন করছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশি গুলিতে সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার ও বরকত শহিদ হন। তাঁদের দাবি ছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই আত্মবলিদান বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তবে ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বৃহত্তর দাবিকে আরও জোরদার করে।

স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাবাস

খোয়াই, ২১ ফেব্রুয়ারি: স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল খোয়াই আদালত। শনিবার খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক আদালত অভিযুক্ত বিন্দারাম রিয়াং (৩০)-কে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত বিন্দারাম রিয়াংকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মামলাটি ছিল এসটি(টি-আই)১৬/২০২২ এবং মুঙ্গিয়াকামি থানার মামলা নং ১৩/২০২২, তারিখ ১৫-০৪-২০২২।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল রাত প্রায় ১০টা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামি থানার অধীন কর্ণারাম পাড়ায় নিজ গৃহে অভিযুক্ত বিন্দারাম রিয়াং তার স্ত্রী পালাংতি রিয়াং (৩১)-কে গাছের ডাল দিয়ে মারধর করেন। গুরুতর আঘাতের ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর মুঙ্গিয়াকামি থানায় মামলা রুজু হয়। তদন্তভার গ্রহণ করেন থানার সাব-ইন্সপেক্টর রথীন্দ্র দেববর্মা। দীর্ঘ তদন্তের পর ৩০ জুন ২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। রায় ঘোষণার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গন্ডাছড়ায় ফের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

গন্ডাছড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি: ফের মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম নিরঞ্জন সরকার (৫৫)। তিনি সরমা লিচু বাগান এলাকার বাসিন্দা। শনিবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিরঞ্জন সরকার নারায়ণপুর বাজার থেকে কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে পৌঁছাতেই একটি অজ্ঞাতপরিচয় দ্রুতগতির গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া দমকলকর্মী-কে।

দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় নিরঞ্জন সরকারকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার দিনই তিনি আগরতলা থেকে গন্ডাছড়ায় ফিরেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘটনার পর ওখদ্রত্মথত্বত্রন্থ ঞ্জদ্রন্থুত্বত্র ছঞ্চঞ্জদ্রদ্র-এর পুলিশ ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানানো হয়েছে। তবে গন্ডাছড়া মহকুমায় বারবার দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় প্রাণহানির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। মহকুমাবাসীদের একাংশের অভিযোগ, নিয়মিত নজরদারি ও কড়া পদক্ষেপের অভাবেই এ ধরনের দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষী গাড়িচালককে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৈলাসহর বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবনে এএআই আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কৈলাসহর বিমানবন্দর পুনরুজ্জীবিত করে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে আজ এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। ওই বৈঠকে কৈলাসহর থেকে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করতে যে অমীমাংসিত বিষয়গুলি রয়ে গেছে, সেগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রানওয়ে ও টার্মিনাল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে সরকার আন্তরিক। বিমান পরিষেবা চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটন ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করে পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত বিশালগড়

গাড়িতে মিলল কার্তুজ, গ্রেফতার ২ আট দিনের জেল হেফাজতে

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিশালগড়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষকে ঘিরে শুক্রবার বিকেল থেকে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ্যে মারামারি, ভাঙচুর এবং গুলিচালনার অভিযোগে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনায় ভাঙচুর হওয়া গাড়ি ও কয়েকটি বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক রাউন্ড তরতাজা কার্তুজ পাওয়া যায়। পরে এক পক্ষের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে রাতে দু'জনকে গ্রেফতার করে বিশালগড় থানা—র পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে দাবি, সম্প্রতি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নিয়েছে এবং বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখা গড়ে ওঠায় সংগঠনটি কার্যত তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। শুক্রবার বিকেলে অফিসটিলা এলাকার কালীবাড়ির সামনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয় বলে জানা গেছে। পরে তা ব্যাপক মারামারিতে রূপ নেয় এবং অভিযোগ ওঠে, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলিও ছোড়ে। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন।ঘটনার কিছুক্ষণ পর রক্তমাখা একটি গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ। গাড়ি থেকে আরও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ পাওয়ার দাবি করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে অস্ত্র আইনে শনিবার আদালতে তোলা হলে বিশালগড় মহকুমা আদালত তাদের আট দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। মামলায় আরও ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর শুক্রবার রাত থেকে শনিবার পর্যন্ত বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকে থানায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে বলে স্থানীয়দের দাবি। বিশালগড়ের রাজনৈতিক মহলের অভিমত, অভ্যন্তরীণ কোন্দল দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে সংশ্লিষ্ট দলের সংগঠনগত ক্ষতি আরও বাড়তে পারে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। দিনদুপুরে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও গুলির ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, উত্তেজনা প্রশমনে পুলিশ ও বিধায়কের হস্তক্ষেপ

বিশালগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বিধায়কের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এদিন বিশালগড়ের মোড়াবাড়ি এলাকার এক শিশুর হাতে গরম চা পড়ে গুরুতরভাবে ঝলসে যায়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত আহত শিশুটিকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির হাতে প্রাথমিকভাবে জল ঢেলে চিকিৎসা শুরু করতেই আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়েন শিশুর আত্মীয়স্বজনরা। অভিযোগ, তাঁরা চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে গালিগালাজ করে মারধরের চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চিকিৎসক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব। পুলিশ ও বিধায়কের সক্রিয় উদ্যোগে পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত হয়।

পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে যান তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানা গেছে।

সারমেয়ের আক্রমণে ১৯টি গবাদিপশুর মৃত্যু, আতঙ্কে রাজনগর গ্রাম

ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারী: ভবঘুরে এক সারমেয়ের আক্রমণে ত্রিপুরার উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সামনে এসেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, এক রাতেই ত্রিশটিরও বেশি গবাদিপশু আক্রান্ত হয় এবং ইতিমধ্যে অন্তত ১৯টি গরুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্কের পাশাপাশি গভীর আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি গভীর রাতে রাজনগর গ্রামের দুটি ওয়ার্ড এলাকায় ওই সারমেয়টি একের পর এক গবাদিপশুকে কামড়ে জখম করে। পরদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি নিকটবর্তী পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করলে একটি চিকিৎসক দল গ্রামে পৌঁছয়। অভিযোগ, তারা আক্রান্ত গরুগুলিকে একটি করে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে বাকি ডোজগুলি গৃহস্থদের নিজেরাই পুশ করার নির্দেশ দিয়ে চলে যান।

গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, চিকিৎসার নামে পরিবার পিছু ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা, কোথাও আবার ১২০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, সরকারি পরিষেবার নামে এই অর্থ আদায় সম্পূর্ণ বেআইনি। নিয়মিত তদারকি না থাকা এবং অদক্ষ হাতে ভ্যাকসিন প্রয়োগের কারণেই চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলস্বরূপ একের পর এক গরুর মৃত্যু হচ্ছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে কম দামে গবাদিপশু বিক্রি করে দিয়েছেন।

জি কে এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স এর ২০২৬ বর্ষের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বিজয়ী মিস ত্রিপুরা পপি এন্ড মিসেস ত্রিপুরা মন্দিরা।

প্রয়াত সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী: সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক মাধব সাহা প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। আজ বিকেলে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন মাধব সাহা। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি বামপন্থী রাজনীতির পরিচিত মুখ ছিলেন এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দল ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

লোক ভবনে মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলার লোক ভবনে মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ভাষা, খাদ্যাভাস ও সংস্কৃতির বৈচিত্রে পূর্ণ ভারতবর্ষ এবং এই বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে একতা। এই একতার বিকাশে লোক ভবনে প্রতিটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। রাজ্যপাল মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি দুই রাজ্যের নাগরিকদের তাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রচারে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। রাজ্যপাল মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে আগত অতিথিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অরুণাচল প্রদেশের টাকো ইয়ামে এবং মিজোরামের লালরিন্দিকা পাকুও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। লোক ভবনের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কৃষির মাধ্যমে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সরকারের লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী: পূর্ববর্তী সরকার কখনোই কৃষকদের জন্য কাজ করেনি, কিন্তু বর্তমান সরকারের অধীনে কৃষকরা উপকারিতা পাচ্ছেন। বর্তমান সরকার কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার কাজ করছে, কারণ কৃষিই আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি। এ কথা জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জে নবনির্মিত কৃষিপণ্য বাজার ভবনের উদ্বোধনের সময়।

মন্ত্রী জানান, গত সাত বছরে বর্তমান রাজ্য সরকার শুধু সিপাহীজলা জেলায় ২৩টি বাজার নির্মাণ করেছে, যার ব্যয় হয়েছে ৫৭ কোটি টাকা। এর আগে, তাদের সাত বছরে মাত্র ছয়টি বাজার নির্মাণ করা হয়েছিল এবং ব্যয় হয়েছিল ৪ কোটি টাকা।

তিনি আরও বলেন, বিশালগড় মহকুমায় ১৫টি বাজার নির্মাণে ৩৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রী বলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, এবং সে দিকেই রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একসাথে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারত, আর আমরা চাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ত্রিপুরা। এটি সফল করতে হলে আমাদের কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শুধু উৎপাদন নয়, পণ্যের সঠিক বাজারও প্রয়োজন; তাই বাজার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। মন্ত্রী জানান রাজ্য সরকার কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার দিকে কাজ করছি। আমি এক কৃষকের সঙ্গে, লক্ষ্মণ রিয়াং (জম্পুইজলা) সাথে জার্মানিতে গিয়েছিলাম। আমরা কালি খাসা , বাসমতি, বার্ডস আই চিলি, আদা, হলুদ সব অর্গানিক পণ্য নিয়ে স্টল বসিয়েছিলাম। আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। আগে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ধান আনার জন্য অপেক্ষা করতে হতো, কিন্তু এখন ভারত সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি ভারতকে পৃথিবীর শস্য ভান্ডার বানাতে চান। কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। যদি কৃষক চাষ না করে, তাহলে অন্যরা কী করবে? এজন্য কৃষকের যথাযথ সম্মান দেওয়া আবশ্যক। এ বছর খাদ্য শস্যের চাষ ১২ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন সময়ও ছিল যখন কৃষকরা কোনো সুবিধা পেতেন না। আমাদের এমন মানবসম্পদ আছে যা অন্য কোনো দেশে নেই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুশান্ত দেব, সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং অন্যান্যেরাও উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগরে 'ডিএস মডেলিং স্কুল'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা, তরুণদের মধ্যে উৎসাহ

ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারী: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহর সংলগ্ন কলেজ রোড সেকেন্ড গেট এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল 'ডিএস মডেলিং স্কুল'। 'দেবশা এন্টারটেইনমেন্ট'-এর বর্ষা ও দেবের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘিরে শহরের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। উদ্যোক্তারা জানান, বর্তমান সময়ে মডেলিং ও ফ্যাশন জগৎ আর শুধু মহানগরকেন্দ্রিক নয়। ছোট শহর থেকেও বহু প্রতিভা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করছে। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ধর্মনগরে এই পেশাদার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা, পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করাই তাদের মূল লক্ষ্য।এই প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প ওয়াক, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, গ্রুমিং, ফটোশুটের প্রস্তুতি, ক্যামেরা ফেসিং সহ মডেলিংয়ের প্রাথমিক ও উন্নত স্তরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নিয়মিত ওয়ার্কশপ, অডিশন প্রস্তুতি এবং লাইভ শো-তে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার পরিকল্পনাও রয়েছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, স্থানীয় প্রতিভাদের বড় মঞ্চে তুলে ধরাই তাদের অঙ্গীকার। ভবিষ্যতে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন ফ্যাশন ইভেন্ট, প্রতিযোগিতা ও ব্র্যান্ড প্রোমোশনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আগ্রহীদের দ্রুত নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পালকে আরো একটি নতুন স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এক গর্বের মুহূর্তে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ২০২৪---২৫ অর্থবছরে ছছও ব্যাংক লিঙ্কেজে অসামান্য সাফল্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এই সম্মান প্রদান করা হয় ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের আয়োজিত ২৫তম জাতীয় সম্মেলনে।মাননীয় কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সভাপতিত্বে, ধ্বদ্রট্টঙ্গ, ঞ্জুট্টদ্রঞ্চ বিভিন্ন ছট্টদ্রঞ্চএবং দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান প্রদান করা হয়।

এই অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় স্বীকৃতি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের অদম্য প্রচেষ্টা, ছছও আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং DAY-NRLM এর অধীনে নারী-নেতৃত্বাধীন জীবিকা উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, এটি ত্রিপুরায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও গ্রামীণ উন্নয়ন মিশনের সফল সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এই সম্মান রাজ্য প্রশাসনের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অব্যাহত সহযোগিতা এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন-এর সঙ্গে গতিশীল অংশীদারিত্বকে উৎসর্গ করছে।

TRLM-TGB অংশীদারিত্বের শক্তি

TRLM গ্রামীণ পরিবারগুলিকে SHG-তে সংগঠিত করা, কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা এবং ব্যাংক লিঙ্কেজ সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

TGB– একটি দায়িত্বশীল আর্থিক অংশীদার হিসেবে, ১.৫০ লক্ষ, ৩.০০ লক্ষ এবং ৬.০০ লক্ষের ধাপে ধাপে ঋণ প্রদান কাঠামোর মাধ্যমে ছছও অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে। ১৬.০২.২০২৬ পর্যন্ত, ২০২৫—২৬ অর্থবছরে SHG ও জীবিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 22-02-2026, 01:21